অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়, ইহার চরম পরিণাম হইতেছে অমৃতের আস্বাদন, অতএব যতদিন না সেই পরম আনন্দ চিরদিনের জন্য অধিকৃত হইতেছে, ততদিন সকল প্রকার নৈরাশ্য ও অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া কিছুতেই নিরুৎসাহ না হইয়া যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫

২৪-২৫। সঙ্কল্প প্রভবান্ (সঙ্কল্প হইতে জাত) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) অশেষতঃ ত্যক্ত্বা (নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয় সকলকে) সমন্ততঃ (চারিদিক হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) ধৃতিগৃহীতয়া (দৃঢ়ভাবে ধৃত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মনের ক্রিয়া হইতে বিরত হইবে); মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং কৃত্বা (ঊর্দ্ধের আত্মায় নিবদ্ধ করিয়া) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্র) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না)।

বাহ্যবস্তুর স্পর্শে মনে যে-সব প্রতিক্রিয়া ও আবেগের সৃষ্টি হয়, শুধু তাহাদিগকে শান্ত করিলেই চলিবে না, চিন্তাকেও শান্ত করিতে হইবে; ইহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন—নিঃশেষে সকল বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করা এবং চঞ্চলস্বভাব ইন্দ্রিয়গণ যে উ[illegible]ভাবে চতুর্দ্দিকে

ছুটিয়া যায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা। তাহার পর মনকেও বুদ্ধিদ্বারা ধরিয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

২৬। চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল ও অস্থির মন) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (প্রত্যাহার করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে)।

স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে শান্ত করা সহজ নহে; সকল প্রকার বাসনা বর্জ্জন করিয়া দৃঢ়তার সহিত মনঃসংযম অভ্যাস করিলে উহা ক্রমশঃ শান্ত ও নীরব করা যায়।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭

২৭। প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) শান্তরজসং (রজোগুণজনিত বিক্ষোভশূন্য) অকল্মষম্ (নির্ম্মল) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত) এনং যোগিনং (এই যোগীকে) উত্তমম্ সুখম্ (উত্তম সুখ) উপৈতি (আশ্রয় করে)।

মন যখন সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয় তখন জীব ভগবানের সাযুজ্য লাভ করে, মূল সত্তায়, চৈতন্যে ও আনন্দে ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্মভূত, এই যোগের [illegible] স্থা।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮

২৮। এবং (এই প্রকারে) বিগতকল্মষঃ (কাম ক্রোধাদি হইতে মুক্ত হইয়া) যোগী আত্মানং (নিজেকে) সদা যুঞ্জন্ (সর্ব্বদা যোগযুক্ত রাখিয়া) সুখেন (অনায়াসে) অত্যন্তং সুখং (নিরতিশয় সুখরূপ) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মের স্পর্শ) অশ্নুতে (উপভোগ করেন)।

এই ব্রহ্মস্পর্শরূপ পরমসুখ উপভোগ করিতে যোগীকে যে অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় গিয়া বাস করিতে হইবে তাহা নহে; কেবল অহংভাব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি জগৎকে এবং জগতের সকল জীব ও বস্তুকে এক নূতন চক্ষে দেখিবেন এবং এক ঊর্দ্ধের দিব্য চৈতন্য হইতে সংসারের কর্ম্ম করিবেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

২৯। যোগযুক্তাত্মা (যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত এইরূপ পুরুষ) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে অবস্থিত) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)। [তিনি] সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সকল বস্তুকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন)।

তিনি যাহা দেখেন তাঁহার নিকট সে-সবই হইতেছে আত্মা, তাঁহার নিজেরই আত্মা, সবই ভগবান। এইরূপ যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যদি সংসারে থাকেন, সংসারের কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে কি [illegible]হার পুনরায় অজ্ঞানে [illegible]তিত হইবার

এবং কঠিন সাধনার সমস্ত ফল হারাইবার সম্ভাবনা থাকে না? গীতা বলিতেছে, না এইরূপ কোন আশঙ্কাই নাই।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

৩০। যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি (যিনি আমাকে সকল পদার্থেই দেখেন), সর্ব্বং চ (এবং সকল পদার্থই) ময়ি পশ্যতি (আমাতে দেখেন), অহং তস্য (আমি তাহার) ন প্রণশ্যামি (পরোক্ষ হই না), স চ (তিনিও) মে ন প্রণশ্যতি (আমার পরোক্ষ হন না)।

অক্ষরের ভিতর দিয়া নির্ব্বাণের শান্তি লাভ করা যায়; কিন্তু ইহা পুরুষোত্তমের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাং, এবং সে সত্তা জগৎ মাঝে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সর্ব্ব বস্তুকেই পুরুষোত্তম বলিয়া দেখিতে হইবে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এবং সম্পূর্ণভাবে সেই দৃষ্টিতে বাস করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে—ইহাই যোগের পূর্ণতম সিদ্ধি।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১

৩১। যঃ (যে যোগী) একত্বম্ আস্থিতঃ (ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) সর্ব্বভূতস্থিতং মাং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে) ভজতি (হৃদয়ের প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করেন), সঃ যোগী (সেই যোগী) সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (যে ভাবেই বাস করুন বা কর্ম্ম করুন) ময়ি বর্ত্ততে (আমাতেই বাস করেন ও কর্ম্ম—করেন

এইরূপ যোগী সমস্ত জগৎকে দেখেন চিন্ময় সত্তা, জড় নহে, ইন্দ্রিয়োপলব্ধির জগৎ নহে,—আত্মোপলব্ধির জগৎ। তিনি ভগবানকে ভালবাসিয়া সমস্ত জগৎকে ভালবাসেন, এই ভালবাসায় কোন দোষ নাই, কোন ভয় নাই। ইহাই গীতার চরম শিক্ষার সার, ভগবদ্ প্রেম ও ভক্তিতে সমস্ত যোগের পরিণতি। বিশ্বপ্রেমের ইহা অপেক্ষা গভীরতর, মহত্তর আদর্শ অন্য কোন দর্শন শাস্ত্রে, অন্য ধর্ম্মে মিলিবে না।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

৩২। [হে] অর্জ্জুন! যঃ (যে ব্যক্তি) আত্মৌপম্যেন (নিজের ন্যায়) সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি (সর্ব্বত্র সকলকে সমান দেখেন), সুখং বা যদি বা দুঃখং (তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক), স যোগী পরমঃ মতঃ (সেই যোগীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

ইহাই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক শিক্ষা, গীতা নিরন্তর এই শিক্ষা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী অন্যান্য মতের সহিত গীতার পার্থক্য এই যে—গীতা এই জ্ঞানকে কর্ম্মের ভিত্তি করিতে বলিয়াছে, এই পৃথিবীতেই অধ্যাত্ম প্রকৃতির বিকাশ করিয়া দিব্য জীবন লাভের এক মহান্ ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন [illegible]শ্যামি চঞ্চলত্বাৎ [illegible]রাম্ ॥৩৩

৩৩। অর্জ্জুন উবাচ [হে] মধুসূদন! ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ (সমত্বরূপ এই যে যোগ) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), চঞ্চলত্বাৎ (মনের চাঞ্চল্য বশতঃ) এতস্য (এই যোগের) স্থিরাং স্থিতিং (স্থির প্রতিষ্ঠা) অহং ন পশ্যামি (আমি দেখিতেছি না)।

আত্মায় মনকে নিবদ্ধ রাখিয়া স্থায়ীভাবে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ যোগের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু স্বভাবতঃ চঞ্চল মন বাহ্য বস্তুর স্পর্শে সর্ব্বদাই এই উচ্চ অবস্থা হইতে স্খলিত হইতে পারে এবং শোক, দুঃখ ও অসমতার কঠিন কবলে পতিত হইতে পারে।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪

৩৪। হি (কারণ), [হে] কৃষ্ণ! মনঃ চঞ্চলং (মন স্বভাবতঃ চঞ্চল), প্রমাথি (শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষোভ-কারক), বলবৎ (দুর্জ্জয়) দৃঢ়ং (অনমনীয়); অহং তস্য নিগ্রহং (আমি তাহার নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুনিগ্রহের ন্যায়) সুদুষ্করং মন্যে (সর্ব্বথা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করি)।

অর্জ্জুন ব্যবহারিক প্রকৃতির লোক, স্থূল কর্ম্মের নির্দ্দেশ পাইলে তিনি নিশ্চিত ভাবে তাহা করিতে পারেন, কিন্তু চঞ্চল মনকে বশীভূত করিয়া যোগে প্রতিষ্ঠিত রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

শ্রীভগবান উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন [illegible]ন্তেয় বৈরাগ্যেণ [illegible]হ্যতে ॥৩৫

এ[illegible] [illegible]গের [illegible]

৩৫। শ্রীভগবান উবাচ [হে] মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহম্ চলম্ (চঞ্চল মন সহজে বশীভূত হয় না) অসংশয়ম্ (তাহাতে সন্দেহ নাই); তু (কিন্তু) [হে] কৌন্তেয়! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা) [উহা] গৃহ্যতে (বশীভূত হয়)।

গুরু অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, মন দুর্নিরোধ ও চঞ্চল হইলেও অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা যায়, অতএব এই কার্য্য দুঃসাধ্য বলিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় বীরপুরুষের ভীত ও পশ্চাৎপদ হওয়া ঠিক নহে। চিত্ত সংযমের উপায়স্বরূপ গীতা সাধারণভাবে কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিতে বলিয়াছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন মত রাজযোগ অভ্যাসেরও ইঙ্গিত দিয়াছে। সেই সঙ্গে চাই বৈরাগ্য,—ভোগবাসনার অনুসরণে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায় না ইহা বিচার করিয়া সকল বিষয়ে চাই আসক্তি পরিত্যাগ।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

৩৬। অসংযতাত্মনা (অসংযত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (যোগসিদ্ধি দুষ্প্রাপ্য) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত); তু (কিন্তু) উপায়তঃ যততা (বিহিত উপায় দ্বারা সাধনে যত্নশীল), বশ্যাত্মনা (সংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) [যোগ] অবাপ্তুম্ শক্যঃ (লাভ করা যাইতে পারে)।

যাহারা কামক্রোধাদি রিপুর বেগ ধারণ করা অভ্যাস করে নাই [illegible] দ্বারা যোগসাধ[illegible]। কিন্তু

সংযমপরায়ণ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত যথারীতি সাধনা করিলে নিশ্চয়ই যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

৩৭। অর্জ্জুন উবাচ [হে] কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাৎ চলিত মানসঃ (যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) অপ্রাপ্য যোগসং-সিদ্ধিং (যোগসিদ্ধি না পাইয়া) কাং গতিং গচ্ছতি (কোন্ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে)?

অর্জ্জুন মনবুদ্ধির দ্বারা শুভাশুভ বিচার করিয়া বাসনা-কামনা লইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত; শ্রীকৃষ্ণ যে যোগের শিক্ষা দিতেছেন, তাহার স্বরূপ যখন তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন তখন তাঁহার ভয় হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই যোগে প্রবৃত্ত হইলেও যত্নের শিথিলতা-বশতঃ হয়ত তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তখন তাঁহার কি গতি হইবে?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮

৩৮। [হে] মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তি মার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিপর্য্যস্ত হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয় বিভ্রষ্টঃ (উভয় হইতেই ভ্রষ্ট) [ব্যক্তি] ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যা[illegible]) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় কি?)।

যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যে অকৃতকার্য্য হয়, সে এই সাধারণ মানবীয় চিন্তা, অনুভূতি, কর্ম্মের জীবনকে পরিত্যাগ করিয়া যায় অথচ উর্দ্ধের ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—এইরূপে দুই কূল হারাইয়া সে কি বিনষ্ট হয় না ?

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

৩৯। [হে] কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ং (আমার এই সংশয়) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ছেত্তুম্ অর্হসি (নিরসন করিয়া দাও), হি (কারণ) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য সংশয়স্য (এই সংশয়ের) ছেত্তা (খণ্ডন কর্ত্তা) ন উপপদ্যতে (আর কেহই নাই)!

অর্জ্জুন কাজের লোক, তিনি কোন বিষয়ে এতটুকু সংশয় রাখিতে চান না এবং তাঁহার হৃদয়—প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকেই সকল সংশয়ের একমাত্র খণ্ডনকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন দিব্য গুরু, অর্জ্জুনও তেমনিই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য।

শ্রীভগবান উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

৪০। শ্রীভগবান উবাচ [হে] পার্থ! তস্য (তাহার ইহ এব (ইহলোকেও) বিনাশঃ ন বিদ্যতে (বিনাশ নাই), অমুত্র ন (পরলোকেও বিনাশ নাই); হি (কারণ)

[হে] তাত (হে প্রিয়)! কল্যাণকৃৎ (শুভকর্ম্মকারী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং ন গচ্ছতি (দুর্গতি প্রাপ্ত হন না)

শ্রদ্ধার সহিত একবার যিনি যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার আর বিনাশ নাই। সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি, অসাফল্য হইতে অভিজ্ঞতা ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১

৪১। যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট পুরুষ) পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য (পুণ্যকর্ম্মকারীদিগের লোক লাভ করিয়া), শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসর) উষিত্বা (তথায় বাস করিয়া), শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে (শুচি এবং লক্ষ্মীমন্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন)।

পুণ্য, সাত্ত্বিক কর্ম্মসকল সম্পাদনের ফলস্বরূপ, লোকে মৃত্যুর পর যে স্থান প্রাপ্ত হয়, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও সেইরূপ স্থানে গিয়া সুখে বিশ্রাম করেন। তাহার পর যথাসময়ে এমন পবিত্র, লক্ষ্মীমন্ত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁহার দেহ, প্রাণ, মনের পূর্ণ বিকাশের সমস্ত সুযোগ মিলে।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২

৪২। অথবা (পক্ষান্তরে) ধীমতাং যোগিনাং এব কুলে (বুদ্ধিমান যোগীদিগের কুলেই) ভবতি (জন্মগ্রহণ

করেন), ঈদৃশং যৎ জন্ম (এইরূপ যে জন্ম) লোকে (এই জগতে) এতৎ হি দুর্লভতরং (ইহা সুদুর্লভ)।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পক্ষে আরও উত্তম গতি হইতেছে—বুদ্ধিমান যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ। কারণ সেখানে তিনি পুনরায় যোগ অভ্যাসের অনুকূল শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

৪৩। [হে] কুরুনন্দন! [সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি] তত্র (সেই যোগীর গৃহে) পৌর্ব্বদেহিকম্ (পূর্ব্বজন্মে জাত) তং বুদ্ধিসংযোগং (সেই যোগবুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন); ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনরায) সংসিদ্ধৌ যততে (সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন)।

ভারতের পুনর্জন্মবাদ গীতা কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতানুসারে মানুষের প্রকৃতি এবং জীবনের গতি মূলতঃ তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সকলের দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪

৪৪। সঃ (তিনি) তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন (সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ) অবশঃ অপি (বাধ্য হইয়াই) হ্রিয়তে (যোগমার্গে প্রবৃত্ত হন)। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি

(যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও) শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)।

যোগমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কোন শাস্ত্র বা সাম্প্রদায়িক মতবাদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। হৃদিস্থিত ভগবানই সকল জ্ঞানের উৎস ; বেদ সেই জ্ঞানের বাঙ্ময়রূপ শব্দব্রহ্ম ; যোগী বেদকে অতিক্রম করিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞানাধার হৃদিস্থিত ভগবানের সহিত যুক্ত হন।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

৪৫। তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (পূর্ব্বকৃত যত্ন অপেক্ষাও অধিকতর যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী অনেক জন্ম সংসিদ্ধ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ পরাং গতিং যাতি (পরে পরম গতি লাভ করেন)।

বহু জন্মের সাধনার সঞ্চিত ফল লইয়া, উত্তরোত্তর অধিকতর যত্নশীল হইয়া পরম গতি লাভ করা যায়। অতএব এখনই সিদ্ধিলাভ হইল না, এইরূপ আশঙ্কায় যোগমার্গ অবলম্বনে ভীত হওয়া ঠিক নহে।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬

৪৬। যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ), কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ (কর্ম্মিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ),

মতঃ (ইহাই আমার অভিমত); হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগী ভব (তুমি যোগী হও)।

যোগীর নিকটে অধ্যাত্মজ্ঞান, তপস্যা, কর্ম্ম বা অন্য কিছুরই নিজস্ব কোন মূল্য নাই, এ সবের দ্বারা, বা অন্য যে কোন উপায়ে, তিনি চান শুধু ভগবানের সহিত যোগ; তিনিই শ্রেষ্ঠ; কারণ ঐ যোগের মধ্যেই জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি সবই নিহিত আছে, উহার মধ্যেই তাহাদের দিব্য চরিতার্থতা।

যোগীদের মধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠতম। গীতা যেমন সর্ব্বত্র তেমনই এখানেও ভক্তিকেই যোগের পরম পরিণতি বলিতেছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং
স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

৪৭। সর্ব্বেষাং যোগীনাম্ অপি (সকল যোগীগণের মধ্যেও) যঃ (যিনি) মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা (আমাতে অন্তরাত্মা সমর্পণ করিয়া) শ্রদ্ধাবান্ মাং ভজতে (শ্রদ্ধার সহিত আমার প্রতি প্রেম ও ভক্তি যুক্ত হন); সঃ (তিনি) যুক্ততমঃ (আমার সহিত সর্ব্বপেক্ষা যুক্ত), মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত)।

এইটিই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা, ইহার মধ্যে গীতার উত্তম রহস্য নিহিত রহিয়াছে। গীতার অবশিষ্ট অংশ ইহারই ব্যাখ্যা।

ইতি অভ্যাস (ধ্যান) যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবান উবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ (আমাতে মন লাগাইয়া) মদাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতনা ও কর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগ সাধনা করিলে) সমগ্রং মাং (আমাকে সমগ্রভাবে) যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি (যেরূপ নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

যে জ্ঞানের উপর দিব্য কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, এখন গুরু সেই জ্ঞান আরও সম্পূর্ণভাবে দিতে অগ্রসর হইতেছেন। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে, তেমনই সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে আরও পূর্ণতর জ্ঞানের ভিত্তির উপর জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করা হইয়াছে।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২

২ [illegible] আমি) তে ([illegible]াকে) সবিজ্ঞানম্

(বিস্তারিত ব্যাপক জ্ঞানের সহিত) ইদং (এই) জ্ঞানং (মূল তত্ত্বজ্ঞান) অশেষতঃ বক্ষ্যামি (কোন কিছু বাকী না রাখিয়া, কোন কিছু বাদ না দিয়া বলিব—নতুবা সন্দেহের স্থান থাকিয়া যাইবে, ইহাই তাৎপর্য্য) ; যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিলে) ইহ (এই সংসারে) ভূয়ঃ অন্যং (আর কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না) ।

ভগবানই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, অতএব ভগবানকে যদি তাঁহার সব তত্ত্বে এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জানা যায়। কেবল শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মকে নহে, পরন্তু জগৎকে, কর্ম্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায়।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩

৩। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি (কচিৎ দুই একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে) ; যততাং অপি সিদ্ধানাং (আবার যাহারা এইরূপ যত্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করে তাহাদের মধ্যে) কশ্চিৎ (কচিৎ দুই একজন) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (আমার সকল তত্ত্বে) বেত্তি (বিদিত হয়) ।

ভগবানকে তাঁহার পুরুষ, প্রকৃতি ইত্যাদি সকল তত্ত্বে সত্য ও নিগূঢ়ভাবে জানিতে হইবে। সেই সমগ্র জ্ঞানের দ্বারা সংসারে যাহা কিছু আছে সে-সব কেমন করিয়া ভগবান হইতে উৎপন্ন হইল এবং তাহাদেব প্রকৃতির পরম সত্য কি তাহা জানা যায়। এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ

গীতা অতঃপর দুই প্রকৃতির প্রভেদ বর্ণনা করিতেছে। তত্ত্ববর্ণনায় এইটিই গীতার প্রথম নূতন কথা এবং এই দুই প্রকৃতির প্রভেদের উপরেই কার্য্যতঃ গীতার সমস্ত যোগ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪

৪। ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (অগ্নি) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ (চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহংকার এব চ (এবং অহঙ্কার) ইতি ইয়ং (এই) মে (আমার) অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ (অষ্টধা বিভক্ত প্রকৃতি)।

গীতার এই অষ্টধা প্রকৃতি সাংখ্যেরই প্রকৃতির বর্ণনা। কিন্তু এই প্রকৃতি জড়, অজ্ঞান, ত্রিগুণাত্মিকা। গীতা যদি সাংখ্যের ন্যায় এই খানেই থামিত তাহা হইলে তাহাকেও সাংখ্যের ন্যায় বলিতে হইত যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অজ্ঞানের খেলা, মায়ার খেলা—এই জগৎ হইতে সরিয়া যাওয়াই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু গীতা এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সন্ধান দিয়াছে, তাহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল, আত্মা সৃজনী শক্তি ও কর্ম্মশক্তি। নীচের অজ্ঞান অপরা প্রকৃতি সেই পরা-প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই অন্ধকার ছায়া মাত্র। ঐ অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে নবজন্ম লাভ করিয়া এই দুঃখময় মর্ত্ত্য জীবনকেই দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করিতে হইবে—ইহাই গীতার যোগসাধনার উত্তম রহস্য।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫

৫। হে মহাবাহো! ইয়ং অপরা (ইহা অপরা প্রকৃতি); তু (কিন্তু) ইতঃ অন্যাম্ (ইহা হইতে ভিন্ন) মে পরাম্ প্রকৃতিং বিদ্ধি (আমার পরা প্রকৃতি জানিও), জীবভূতাং (সেই প্রকৃতিই জীব হইয়াছে), যয়া ইদং ধার্য্যতে জগৎ (যাহা দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে)

পরা প্রকৃতি হইতেছে—অনাদি পরমপুরুষের অনন্ত কালাতীত চৈতন্যশক্তি; তাহা হইতেই সমস্ত জগত দেশ ও কালের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এই বিচিত্র বিশ্বলীলাকে ধারণ করিবার জন্য অধ্যাত্ম সত্তার প্রয়োজন; তাই পরা প্রকৃতি নিজকে জীবরূপে প্রকট করিয়াছে। বহু জীব সেই একেরই বহুরূপ; এই অধ্যাত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধৃত।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

৬। সর্ব্বাণি ভূতানি (সর্ব্বভূত) এতদ্ যোনীনি (এই প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা জানিও); অহং (আমি, পুরুষোত্তম) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তি স্থল) তথা প্রলয়ঃ (এবং প্রলয়েরও স্থল)।

প্রকৃতি হইতেই জগৎ উদ্ভূত, কিন্তু এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে[illegible] "আমা হইতেই [illegible] উৎপত্তি,

আমাতেই তাহার বিলয়”। এখানে “আমি” শব্দের দ্বারা পুরুষোত্তমকেই বুঝাইতেছে, অতএব পরা প্রকৃতি এবং পুরুষোত্তম একই। প্রকৃতি পুরুষেরই কার্য্যসাধিকা শক্তি, তাহা কোন স্বতন্ত্র সত্তা নহে। এইভাবে গীতা সাংখ্যমতকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥৭

৭। হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ (আর কিছুই) ন অস্তি (নাই); সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায়) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত আছে)।

পরমাত্মার পরা প্রকৃতি এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্তু সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া সকলকে একত্র সাজাইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই জগৎ মিথ্যা বা মায়া নহে, এক অখণ্ড পরমাত্মার জীবনেই জগতের যাবতীয় বস্তু অনুপ্রাণিত।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং [illegible]তেষু তপশ্চাস্মি [illegible]স্বিষু॥৯

৮-৯। হে কৌন্তেয়! অহং অপ্সু রসঃ (আমি জলের মধ্যে রস), খে শব্দঃ (আকাশে শব্দ), পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ (পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ), বিভাবসৌ তেজঃ অস্মি (অগ্নিতে তেজ) [ইহার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া যায়, "বায়ুতে স্পর্শ"] [আমি] শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা (চন্দ্র ও ও সূর্য্যের জ্যোতি), নৃষু পৌরুষম্ (মনুষ্য মধ্যে পৌরুষ), তপস্বিষু চ তপঃ (তপস্বিগণের তপ), সর্ব্বভূতেষু জীবনং (সর্ব্বভূতে জীবন), সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ অস্মি (সর্ব্ববেদে প্রণব অর্থাৎ মূলশব্দ ওঙ্কার হই)।

ভগবান জগতের সজীব এবং তথাকথিত নির্জীব পদার্থ-সমূহের মধ্যে নিজের পরা প্রকৃতির শক্তিতে কি ভাবে আবির্ভূত হন, এখানে কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা দেখান হইয়াছে। এক মূল সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির শক্তি। তাহাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়া জীবাত্মার সম্মুখে নানারূপে প্রকট হয়। আবার ইন্দ্রিয়গণের যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম শক্তি তাহাও ঐ সনাতন শক্তিরই অংশ। কিন্তু প্রকৃতির যে শক্তি, নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ভগবানই সেই শক্তি; অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধ সত্তায় সেই ভাগবত প্রকৃতি, ভগবানই তাঁহার নিজের সচেতন লীলাশক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইয়াছেন।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০

১০। হে পার্থ! মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনং বীজং বিদ্ধি (সনাতন বীজ বলিয়া

জানিও); অহম্ বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (আমি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি), তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি (তেজস্বিগণের তেজ হই)।

ইন্দ্রিয়গণের বা জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, পৌরুষ বা তপঃশক্তির যে বাহ্য ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহা পরা প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ নহে। আত্মার যে জ্যোতি ও শক্তি এইভাবে ব্যক্ত হইতেছে তাহাই শুদ্ধ স্বরূপে হইতেছে অধাত্ম প্রকৃতি। সেই শক্তি ও জ্যোতিই সনাতন বীজ, তাহা হইতেই আর সব জিনিষ উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছে, আর সব জিনিষ তাহারই বিচিত্র লীলা।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১

১১। হে ভরতর্ষভ! [আমি] বলবতাং (বলবান মনুষ্যদের) কামরাগবিবর্জ্জিতং (বাহ্য বিষয় সুখে কামনা ও আসক্তি রহিত) বলং (সামর্থ্য) অস্মি (হই); ভূতেষু (জীব সকলের মধ্যে) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মের অবিরোধী) কামঃ (কামনা) অস্মি (হই)।

অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে যাহা শুদ্ধ বল, শুদ্ধ কাম, তাহাই নীচের প্রকৃতিতে বিকৃত ও অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। মানুষকে তাহার নীচের প্রকৃতির অশুদ্ধতা সকল দূর করিয়া ঊর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম বলিতে কেবল শাস্ত্রবিহিত সাত্ত্বিক কামনা বুঝায় না, গীতায় ধর্ম্ম শব্দের অধ্যাত্ম অর্থ হইতেছে—স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম। ঊর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে স্বতঃ যে

কামনা উৎসারিত হয়, মানুষের মধ্যে যাহা ভগবানেরই আত্মভোগেচ্ছা, তাহাই ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২

১২। যে চ সাত্ত্বিকাঃ (যে সকল সাত্ত্বিক) যে চ এব রাজসাঃ তামসাঃ (যে সকল, রাজসিক, তামসিক) ভাবাঃ (মনের চিন্তা, যুক্তি, বিবেক, প্রাণের বাসনা-কামনা, ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, হৃদয়ের অনুভূতি, আবেগ) তান্ (সেই সকলকে) মত্তঃ এব (আমাতেই উৎপন্ন, অন্য কোথা হইতে নহে) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিও); তু (কিন্তু) তেষু অহং ন (সেই সকলে আমি নাই), তে ময়ি (তাহারাই আমাতে আছে)।

তামসিক, রাজসিক এমন কি সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই। কিন্তু কোন না কোন ভাবে ভগবান তাহাদের মধ্যে না থাকিলে তাহাদের অস্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল? এখানে কেবল ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের যে সত্য পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, তাহা এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এ-সব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার, অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার মধ্যে তাঁহার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক জিনিষ উল্টা ও বিকৃতভাবে দেখায়।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভি[illegible]াতি মামেভ্যঃ[illegible]ম্ ॥১৩

১৩। এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন প্রকার) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবের দ্বারা) মোহিতং (মোহগ্রস্ত) ইদং সর্ব্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ), এভ্যঃ পরং (এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানে না)।

এই যে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতি মিথ্যাভাবে, বিকৃতভাবে জিনিষ সকলকে দেখায়, তাহাদের দিব্য স্বরূপ জানিতে দেয় না,—ইহাই মায়া। ইহার অর্থ নহে যে, জগৎ মিথ্যা, ভ্রান্তি, illusion ; পরন্তু মায়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনের, জীবনের মধ্যেই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আমাদের জীবনের যাহা পরম সত্য তাহা জানিতে দেয় না, আমরা মূলতঃ যে ভগবত সত্তা অনন্ত অবিনাশী ভগবান, তাহা আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে। একবার যদি আমরা জানিতে পারি যে ভগবানই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য, তাহা হইলে আমাদের চৈতন্তের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, আমাদের জীবন ও কর্ম্ম দিব্য প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসারে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪

১৪। এষা (এই) মম (আমার) গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী মায়া (দিব্য মায়া) হি দুরত্যয়া (নিশ্চিতই দুরতিক্রম্যা) ; যে (যাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) তে (তাহারা) [illegible] তরন্তি (এই মা[illegible]তিক্রম করে)।

এই মায়া ভগবানের প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত কিন্তু ইহা হইতেছে তাহার নিম্নতর স্বরূপ ; ইহা দৈবী,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই মায়াজাল বুনিয়াছেন, পরা প্রকৃতি ইহার তন্তুতে তন্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহা অহংভাব এবং ভেদ-জ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছে। যখন ইহার কার্য্য শেষ হইবে, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরা প্রকৃতির শুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তখনই আমরা দেবগণ ও তাঁহাদের কর্ম্মের এবং আমাদের অবিনাশী সত্তার নিগূঢ়তম সত্য সকল জানিতে পারিব।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫

১৫। দুষ্কৃতিনঃ (পাপকর্ম্মা) মূঢ়াঃ (মোহগ্রস্ত) নরাধমাঃ (নিম্নতম স্তরের মানবগণ) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না), [কারণ] মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়া দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া) আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ (তাহারা আসুরভাবকেই অবলম্বন করে)।

পাপী ভগবানকে পায় না কারণ সে সর্ব্বদা তাহার অহংয়ের তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত, তাহার অহংই তাহার ভগবান। ত্রিগুণময়ী মায়া তাহার মন ও সঙ্কল্পকে পরিচালনা করে। তাহারা আত্মার যন্ত্র না হইয়া বাসনা-কামনার যন্ত্র হয়। কোনরূপ উচ্চতর নীতি, উচ্চতর জীবন না চাহিয়া অহং ও বাসনা-কামনার ভজনা করা,—ইহাই আসুরিক ভাব। অতএব ঊর্দ্ধদিকে উঠিবার প্রথম ধাপ হইতেছে—অহংভাব ও বাসনা বর্জ্জন [illegible]া, কোন উচ্চ[illegible] বা আদর্শ

অনুসরণ করিয়া সাত্ত্বিক জীবন যাপন করা, সুকৃতি হওয়া। তাহার পর এই সাত্ত্বিক ভাবও ছাড়াইয়া অধ্যাত্মভাব লাভ করিতে হইবে।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬

১৬। [হে] ভরতর্ষভ অর্জ্জুন (ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন)! চতুর্ব্বিধাঃ (চারিপ্রকার) সুকৃতিনঃ জনাঃ (পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন); —[যথা] আর্ত্তঃ (সংসারের দুঃখতাপে ক্লিষ্ট), অর্থার্থী (ইহলোকে ভোগসুখাকাঙ্ক্ষী), জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞানলাভেচ্ছু), জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী)।

যাহারা রাজসিক অহংভাবের পাপ বর্জ্জন করিয়াছেন এবং ভগবানের দিকে ফিরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গীতা চারি প্রকার ভক্তের প্রভেদ করিয়াছে। জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি তাহাই গীতার লক্ষ্য; অন্যান্য প্রকারের ভক্তির দ্বারা মানুষ ইহার জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া উঠে, তাই গীতা সে-সবকেও উচ্চ ও মহান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭

১৭। তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্ব্বদা ভগবান পুরুষোত্তমের সহিত যোগযুক্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র তাঁহাতেই ভক্তিমান্) জ্ঞানী (জ্ঞানের সহিত ভজনশীল পুরুষ) বি[illegible] (পরম উৎকৃষ্ট) [illegible]ত্যর্থং হি জ্ঞানিনঃ

[আমি জ্ঞানী ব্যক্তিরই] অত্যর্থং প্রিয়ঃ (অতিশয় প্রিয়) স চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)।

অধ্যাত্ম বিকাশের দ্বারা জ্ঞান ভক্তির সহিত এক হইয়া যায়, জীব ভগবানকেই সর্ব্বত্র সব কিছু বলিয়া দেখে এবং তাহাতেই আনন্দ পায়; আর সে ভগবানে আনন্দ পায় বলিয়া ভগবানও তাহাতে আনন্দ পান, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। তাহার আর কোন দুঃখ দূর করিবার, কোন বস্তু লাভ করিবার, কোন সংশয় ভঞ্জন করিবার থাকে না; কারণ সে সর্ব্ব-সুখময়, সর্ব্বশক্তিময়, পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ভগবানকেই আপন করিয়া লইয়াছে।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮

১৮। এতে সর্ব্বে এব (ইহারা সকলেই) উদারাঃ (উচ্চ ও শুভ), তু (কিন্তু) জ্ঞানী মে আত্মা এব (জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ) মতং (ইহাই আমার মত); হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা সঃ (মদ্গতচিত্ত সেই পুরুষ) অনুত্তমাং গতিং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ) মাং এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়াছেন)।

ভগবান বলিলেন, এইরূপ জ্ঞানী তাঁহার আত্মা। অন্যান্য ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির বিভিন্নরূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে; কিন্তু জ্ঞানী-ভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্ম-সত্তা, সর্ব্বময় সত্তাকে আশ্রয় করে, তাঁহারই সহিত সে যুক্ত। তাঁহারই হইয়াছে পরা প্রকৃতিতে দিব্য জন্ম, দিব্য সত্তায় সে পূর্ণ, দিব্য ইচ্ছাশক্তিতে সুবিকশিত, প্রেমে, আনন্দে, জ্ঞানে সিদ্ধ।

তাহাতেই জীবের বিশ্বলীলা সার্থক হইয়াছে, কারণ সে নিজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবেই তাহার জীবনের সমগ্র ও উচ্চতম সত্য লাভ করিয়াছে।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯

১৯। বহূনাং জন্মনাং অন্তে (বহু জন্মের পর) জ্ঞানবান্ [সন্] (জ্ঞানবান হইয়া) [তিনি] মাং প্রপদ্যতে (আমাকে লাভ করেন); বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (বাসুদেবই সব, এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট) সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অতিশয় দুর্লভ)।

বহু জন্মের সাধনার পর সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া এবং বহু জন্ম ধরিয়া সেই জ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠন করিয়া তবে পরম পুরুষ ভগবানকে লাভ করা যায়। জগৎ এবং জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ঘটিতেছে এবং জগতের অতীত যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই ভগবান, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান এবং এই জ্ঞান অতি দুর্লভ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০

২০। তৈঃ তৈঃ (স্ত্রী পুত্র, ধন, যশ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি) কামৈঃ (কামনা সমূহের দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (বিনষ্টজ্ঞান পুরুষগণ) তং তং নিয়মং (বিবিধ বিধি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী) আস্থায় (অবলম্বন পূর্ব্বক) [illegible] প্রকৃত্যা (নিজ

প্রকৃতি দ্বারা) নিয়তাঃ (নিয়ন্ত্রিত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্যান্য দেবতা) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে)।

অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভগবান পুরুষোত্তমের ভজনা না করিয়া নিজেদের বাসনা-কামনা অনুযায়ী তাঁহার বিভিন্ন নাম-রূপের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। এই সবেতেই তাহারা অবশভাবে তাহাদের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির প্রয়োজনেরই অনুসরণ করে এবং সেইটিকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, অনন্তকে গ্রহণ করিবার, অনুসরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১

২১। যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যাং যাং তনুম্ (যে যে দেবরূপ) অর্চ্চিতুম্ (পূজা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে), তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাং (সেই অচলা শ্রদ্ধাকেই) অহং (আমি) বিদধামি (বিধান করি)।

ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্ত্তমান থাকে ভগবান তাহাই স্বীকার করেন এবং তিনি তাহার সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেন। কারণ তাহার জ্ঞান ও উপাসনা যতই সঙ্কীর্ণ বা অপূর্ণ হউক না কেন, সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং [illegible] সাড়াও পাওয়া যা[illegible]

স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্ত স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্
ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২

২২। সঃ (সেই ভক্ত) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধা লইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতার) আরাধনম্ ঈহতে (আরাধনা করিয়া থাকে); ততঃ চ (এবং সেই দেবতার নিকট হইতে) কামান্ লভতে (কাম্য ফলসমূহ লাভ করে), তান্ (সেই সকল ফল) ময়া এব হি (আমার দ্বারাই) বিহিতান্ (প্রদত্ত হয়)।

সকল আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুতঃ সেই এক পরম বিশ্বপুরুষেরই উপাসনা; মানুষ যে-দেবরূপের উপাসনা করে, তাহাতে যদি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, ভগবান সেই রূপের ভিতর দিয়াই তাহার প্রার্থিত ফল সকল প্রদান করেন।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩

২৩। তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং তেষাং (অল্প বুদ্ধি সেই ব্যক্তিদিগের) তৎ ফলং (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (অল্পকাল স্থায়ী হয়); দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ যান্তি (দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন), মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাংঅপি যান্তি (আমাকেই প্রাপ্ত হন)।

ফলাকাঙ্ক্ষী দেবোপাসকগণ অস্থায়ী ফলদাতা দেবতা-রূপে ভগবানকে লাভ করেন, কিন্তু যাহারা ভক্ত কামনাশূন্য হইয়া

ভক্তি ও প্রীতির সহিত সকল কর্ম্ম, সকল জীবন পরম ভগবানে উৎসর্গ করেন তাঁহারা ভগবানকে তাঁহার পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে লাভ করিতে, আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪

২৪। অবুদ্ধয়ঃ (অপরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) অনুত্তমং (সকল বাহ্য প্রকাশ হইতে মহত্তর) পরং ভাবম্ (বিশ্বাতীত সত্তা) অজানন্ত (না জানিয়া), অব্যক্তং মাং (নাম ও রূপের অতীত আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (নাম রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ) মন্যন্তে (মনে করে)।

ভগবান এই সকল অল্পবুদ্ধি ভক্তগণকে তাঁহাদের অপূর্ণ দৃষ্টি ও জ্ঞানের জন্য বর্জ্জন করেন না। কারণ তাঁহার পরম স্বরূপ অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সহজ নহে।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫

২৫। অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (আমি যোগমায়া দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি), সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন (সকলের নিকট প্রকাশিত হই না), মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ (এই সকল মূঢ় লোক) মাম্ (আমাকে) অজম্ (অজাত) অব্যয়ম্ (অব্যয়) (বলিয়া) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)।

তাঁহার এই যোগমায়া দ্বারা তিনি জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও লুক্কায়িত, সকলের হৃদয়েই অবস্থিত কিন্তু সকলের নিকটেই প্রকাশ নহেন। প্রাকৃত মানব মনে করে যে, প্রকৃতির এইসব প্রকাশ ও অভিব্যক্তিই ভগবান, কিন্তু বস্তুতঃ এসব কেবল তাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাব শক্তি, তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখিবার আবরণ মাত্র।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬

২৬। হে অর্জ্জুন! অহং (আমি) সমতীতানি (অতীত) বর্ত্তমানানি চ (এবং বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (ভূত সকলকে) বেদ (জানি); তু (কিন্তু) মাং (আমাকে) কশ্চন (কেহই) ন বেদ (জানে না)।

এই ভাবে মানুষ সকলকে—প্রকৃতিতে নিজের ক্রিয়ার দ্বারা বিমূঢ় করিয়া—তিনি যদি এই সবের ভিতর দিয়াই মানুষের নিকট নিজেকে ধরা না দেন, তাহা হইলে মায়াবদ্ধ কোন জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাইবার আশা থাকে না।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

২৭। হে ভারত! হে পরন্তপ! ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহ দ্বারা) সর্গে (জগতে) সর্ব্বভূতানি (জীবসকল) সম্মো[illegible] মূঢ় অবস্থায় পতি[illegible]া)।

অজ্ঞান ও অহঙ্কারের বশে মানুষ নিজেকে আর সব কিছু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে এবং এইভাবে সর্ব্বদা নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতির সর্ব্বত্র কেবল সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ, জয়-পরাজয় এইরূপ দ্বন্দ্বই দেখিতে পায়, কিন্তু সর্ব্বত্র সকলের মধ্যেই যে এক ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার দর্শন পায় না। এই কূট চক্র হইতে মুক্তিলাভ করিবার প্রথম পন্থা হইতেছে—রাজসিক অহংভাব ও বাসনা বর্জ্জন করা; আমাদের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিকে সুদৃঢ় করিয়াই ইহা হইতে পারে।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮

২৮। তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্য কর্ম্মণাম্ জনানাং (পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের) পাপম্ অন্তগতং (পাপ বিনষ্ট হইয়াছে) তে (তাঁহারা) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (সুদৃঢ় ভক্তির সহিত) মাং ভজন্তে (আমার উপাসনা করেন)।

সর্ব্বদা সাত্ত্বিকভাব লইয়া সৎকর্ম্মে ব্রতী থাকিলে রাজসিক কাম-ক্রোধের পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ক্রমশঃ উচ্চ শান্তি ও ক্ষমতা লাভ করা যায়, প্রকৃতি শুদ্ধ হইয়া ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। কিন্তু সেই সঙ্গেই চাই—ভক্তির বিকাশ। শুধু সমতার সহিত কর্ম্ম করিলেই চলিবে না, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে। এইভাবে সকল দ্ব[illegible]তে মুক্ত হইয়া [illegible] ঐক্যদৃষ্টি

পূর্ণভাবে লাভ করিয়া মানুষ ভগবানকে সমগ্রভাবে জানিতে পারে, এবং তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখন সেই আত্মসমর্পণ ও ভক্তিই হয় তাহার জীবনের ও কর্ম্মের একমাত্র নীতি।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯

২৯। যে (যাহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের জন্য) মাম্ আশ্রিত্য (আমাকে আশ্রয় করিয়া) যতন্তি (যত্ন করেন), তে (তাহারা) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্মকে), কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মং (সমগ্র অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে), অখিলং কর্ম্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম্মকে) বিদুঃ (অবগত হন)।

সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই আত্মসমর্পণ পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয়। প্রাচীনকালে লোক জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিত। গীতা বলিতেছে যে, গীতোক্ত সাধনের দ্বারা এই মুক্তি পূর্ণভাবেই লাভ করা যায়, পুরুষোত্তম তত্ত্ব জানিলেই ব্রহ্মকেও সমগ্রভাবে জানা হয়।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০

৩০। যে চ (আর যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত), সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের বিদুঃ (আমাকে ।), তে যুক্তচেতসঃ

(সেই যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালেঽপি (মৃত্যুকালেও) মাং বিদুঃ (আমার জ্ঞান রক্ষা করেন)।

তাঁহারা পুরুষোত্তমকে সমগ্রভাবে জানেন বলিয়া মৃত্যুর সঙ্গীনমুহূর্ত্তেও তাঁহাদের সেই জ্ঞান অটুট থাকে এবং তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত চৈতন্যকে পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত করিয়া রাখেন। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। নির্ব্যক্তিক অক্ষর ব্রহ্মে স্বতন্ত্র ব্যষ্টিসত্তার লয় করিয়া জন্ম মৃত্যুর অতীত যে পরমপদ লাভ করা যায়, তাঁহারাও পূর্ণভাবে সেই পদ লাভ করেন।

ইতি জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২

১-২। অর্জ্জুন উবাচ—হে পুরুষোত্তম! তৎব্রহ্ম কিং ("তৎ ব্রহ্ম"—এই বাক্যের দ্বারা কাহাকে বুঝায়?) অধ্যাত্মং কিম্ (অধ্যাত্ম কি?) কর্ম্ম কিম্ (কর্ম্ম কি?) অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং (অধিভূত কাহাকে বলে?) কিং চ অধিদৈবম্ (অধিদৈবই বা কাহাকে) উচ্যতে (বলা যায়)? হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কে?) অত্র দেহে (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত?) প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) কথং (কিরূপে) জ্ঞেয় অসি (তুমি জ্ঞাত হও)?

গুরু সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্ম আদি কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবানের বিশ্ব মাঝে আত্ম অভিব্যক্তির মূল তত্ত্বগুলি উহাদের মধ্যেই সংক্ষেপে নিহিত রহিয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন, যদিও তিনি এই সব তত্ত্বের উর্দ্ধে তথাপি ইহাদের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে [illegible] ং বিদুঃ, মানব চৈ [illegible] য তাঁহাতে ফিরিয়া

যাইবার প্রয়াস করিতেছে, এইটিই তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পন্থা। কিন্তু কথাগুলির অর্থ সুস্পষ্ট নহে বলিয়া শিষ্য গুরুকে সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন।

শ্রীভগবান উবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩

৩। শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম (পরম অক্ষরই ব্রহ্ম), স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাকৃত সত্তা সকল এবং তাহাদের বিভিন্ন রূপ সকলের উৎপত্তিকর) বিসর্গঃ (সৃজন ক্রিয়া) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়)।

যে স্বপ্রতিষ্ঠ অচল অক্ষর সত্তা ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি, অক্ষরং পরমং, যাহার অপরিবর্ত্তনীয় অনন্তে সমগ্র জগৎ এবং জগতের সকল বস্তুর গতি ও বিকাশ বিধৃত রহিয়াছে, গীতাতে সেই আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পরা প্রকৃতিতে জীবের যে মূল স্বরূপ, নিজস্ব প্রকাশ ধারা, স্বভাব, তাহাই অধ্যাত্ম। ঐ স্বভাব হইতেই কর্ম্ম সমুত্থিত, কর্ম্ম হইতেছে সৃজনমূলক প্রেরণা ও শক্তি; স্বভাব হইতে কর্ম্ম বস্তু সকলকে সৃজন করিতেছে, এই স্বভাবের বশে কার্য্য করিয়াই প্রকৃতি বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪

৪। হে দেহভৃতাং বর (দেহধারী জীবগণের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ)! ক্ষরঃ ভাবঃ (পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃত পদার্থ সকল) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ চ (এবং পুরুষ) অধিদৈবতম্ (অধিদৈব), অহমেব (আমি পুরুষোত্তমই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞরূপে বিরাজিত)।

কর্ম্মের দ্বারা স্বভাব হইতে পরিবর্ত্তনময় বিকাশের ফলে যাহা কিছু সৃষ্ট হইতেছে, ক্ষরঃ ভাবঃ, তাহাই অধিভূত। প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত যে পুরুষ, যে অন্তরাত্মা এই জগৎলীলা দর্শন করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন, তিনিই অধিদৈব, তাঁহার উপস্থিতির জন্যই কর্ম্মের সমস্ত ক্রিয়া যজ্ঞে পরিণত হইতেছে। আর যে ভগবান সকলের দেহ মধ্যেই গুপ্তভাবে থাকিয়া এই যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, তিনিই অধিযজ্ঞ। অতএব যাহা কিছু আছে, সবই এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫

৫। অন্তকালে চ (মৃত্যুকালে) মামেব স্মরন্ (আমাকেই স্মরণ করতঃ) কলেবরম্ মুক্ত্বা (দেহত্যাগ করিয়া) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রয়াণ করেন), সঃ (তিনি) মদ্ভাবং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হন), অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (ইহাতে সংশয় নাই)।

জন্মের দ্বারা যেমন নবজীবন লাভ করা যায়, মৃত্যুর দ্বারাও তেমনই নবজীবন লাভ করা যায়, মৃত্যু মানেই শেষ নহে। অন্তিম মুহূর্ত্তে আমাদের চৈতন্য যে চিন্তা ও ভাবে পূর্ণ থাকে, শরীর ত্যাগ করিয়া আমরা তদনুযায়ী নবজীবন লাভ করি [illegible]রা পুরুষোত্তমকে স্মরণ [illegible]রিতে করিতে দেহ

ত্যাগ করেন, তাঁহারা তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাহাই কর্ম্মের শেষ পরিণতি।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬

৬। হে কৌন্তেয়! অন্তে (অন্তিমকালে) যং যং বা অপি ভাবং (যে যে ভাব) স্মরন্ ((স্মরণ করিতে করিতে) কলেবরং ত্যজতি (দেহ ত্যাগ করে), সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (সর্ব্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত পুরুষ) তং তং এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়)।

চৈতন্যের আছে সৃজনী শক্তি। আমরা সর্ব্বদা যাহা চিন্তা করি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত যাহাতে নিবিষ্ট হই, আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তাও তাহাতে গড়িয়া উঠে। মৃত্যুর সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ থাকিবে তাহার উপর গীতা বিশেষভাবে জোর দিয়াছে। তবে সমস্ত জীবন কিছু না করিয়া বা পাপময় জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুকালে কাণে হরিনাম শুনাইলে কিম্বা কাশী বা গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেই মুক্তি ও পরমগতি লাভ করা যায়, ইহা ভ্রান্ত কুসংস্কার। মৃত্যুকালে যে দিব্যভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট করিতে হইবে, সমস্ত জীবন চিন্তায় ও কর্ম্মে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭

৭। তস্মাৎ [illegible] অতএব) সর্ব্বেষু কা[illegible] [illegible]ল সময়)

মাম্ অনুস্মর (আমাকে চিন্তা ও ধ্যান কর), যুধ্য চ (এবং যুদ্ধও কর); ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) অসংশয়ম্ (নিশ্চয়ই) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবে)।

জীবনের যে-সকল ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বে আমাদের মন সর্ব্বদা সাধারণতঃ ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের মধ্যেও মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানকে ভুলিলে চলিবে না, এবং ইহা খুবই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা যখন আমরা সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা লাভ করিব এবং সর্ব্বত্র, সকল অবস্থায় ভগবানকে দেখিতে পারিব, আমাদের সকল কর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে ভগবানের ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত ও অনুপ্রাণিত হইবে, তখনই সংসারের সকল কর্ম্ম ও কোলাহলের মধ্যেও আমরা সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতে পারিব, তখন ভগবানের স্মৃতিই আমাদের চৈতন্যের মূল বস্তু হইবে, তখন আমাদের সমস্ত জীবনই হইবে যোগ।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮

৮। হে পার্থ! অভ্যাস যোগযুক্তেন (অভ্যাসযোগের দ্বারা তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্ত দ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া) [সাধক] দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরম পুরুষকে) যাতি (প্রাপ্ত হন)।

এখা[illegible] [illegible]রা পরম পুরুষ সম্ব[illegible] গীতার প্রথম বর্ণনা

পাইতেছি। তিনি অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর, গীতা পরে ইহাকেই পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০

৯-১০। কবিং (দ্রষ্টা), পুরাণং (অনাদি), অনুশাসিতারম্ (সর্ব্ব নিয়ন্তা), অণোঃ অণীয়াংসং (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম), সর্ব্বস্য ধাতারং (সকলের বিধাতা), অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যরূপ), আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ), তমসঃ (অজ্ঞান অন্ধকারের) পরস্তাৎ (অতীত) [পুরুষকে] যঃ (যিনি) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন মনসা (অবিচল মনের দ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যোগবলেন চ এব (এবং যোগবলে বলীয়ান হইয়া), ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রুযুগলের মধ্যে) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য (প্রাণশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করিয়া) অনুস্মরেৎ (স্মরণ করেন), সঃ (তিনি) তং দিব্যং পরং পুরুষং (সেই দিব্য পরম পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)

এই পরম পুরুষ তাঁহার কালাতীত সত্তায় সকল প্রপঞ্চের বহু উর্দ্ধে বিরাজিত, পরম অব্যক্ত। তথাপি তিনি শুধুই অরূপ বা অনির্দ্দেশ্য নহেন। কেবল তাঁহার সূক্ষ্মতা আমাদের মনের অগোচর, তাঁহার রূপ আমাদের চিন্তার অতীত। তিনি তাঁহার অনন্ত দৃষ্টি ও জ্ঞানে এই জগৎ পরিচালনা করিতেছেন, সকল জিনিষকে নিজের সত্তার মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছেন।

অন্তিমকালে যোগী কিরূপ মানসিক অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া পরম দিব্যপদ লাভ করেন, গীতা তাহার বর্ণনা দিতেছে। শুধু জ্ঞানযোগ নহে, শেষ পর্য্যন্ত ভক্তিযোগ যোগের পরম শক্তির অঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকে।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১

১১। বেদবিদঃ (বেদবেত্তাগণ) যৎ (যাহাকে) অক্ষরং (অক্ষর ব্রহ্ম) বদন্তি (বলেন), বীতারাগাঃ (রাগদ্বেষ শূন্য) যতয়ঃ (তপস্বিগণ) যৎ (যাহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাহাকে পাইবার ইচ্ছায়) ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন), তৎপদং (সেই পরম পদ) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) তে প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি)।

এই পু[illegible]কেই বেদজ্ঞানীরা অ[illegible] ব্রহ্ম বলিয়াছেন,

সেই অনাদি অনন্ত স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাই পরম পদ, জীবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও গতি—এই পদ লাভ করিতে হইলে রাগদ্বেষাদি মানসিক বিকার সকলের উর্দ্ধে উঠিতে হয় এবং শারীরিক রিপুগণকে সংযত করা অভ্যাস করিতে হয়।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং
স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩

১২-১৩। সর্ব্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার) সংযম্য (অবরুদ্ধ করিয়া), মনঃ চ (এবং মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিবদ্ধ করিয়া), মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) প্রাণম্ (প্রাণশক্তিকে) আধায় (আহৃত করিয়া), আত্মনঃ যোগধারণাম্ (আত্মযোগে স্থৈর্য্য) আস্থিতঃ (অবলম্বন করিয়া), ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম (ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে), মাম্ (পরম ভগবান আমাকে) অনুস্মরন্ (স্মরণ করিয়া) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রস্থান করেন), সঃ পরমাং গতিং যাতি (তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন)।

ইহাই হইতেছে দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা, অনাদি অনন্ত বিশ্বাতীতের নিকট সমগ্র সত্তার শেষ সমর্পণ। কিন্তু ইহা কেবল একটি পদ্ধতি মাত্র [illegible] প্রয়োজনীয়

জিনিষ হইতেছে জীবনে, এমন কি কর্ম্ম ও যুদ্ধের মধ্যেও সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করা, মামনুস্মর যুধ্য চ।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪

১৪। *হে পার্থ! যঃ (যিনি) সততং (নিরন্তর)* অনন্যচেতাঃ (অনন্য চিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরকাল) স্মরতি (স্মরণ করেন), তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ (সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে) অহং সুলভঃ (আমি সুলভ)।

প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে, সমস্ত জীবনকেই ভগবানের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যোগে পরিণত করিতে হইবে; যিনি ইহা করেন তাঁহার পক্ষে ভগবানকে লাভ করা সহজ হয়। তিনিই মহাত্মা, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

১৫। মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্‌ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) দুঃখালয়ং (দুঃখের আলয়) অশাশ্বতং (অনিত্য) পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি (পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না); পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (তাঁহারা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন)।

মরণ[illegible] অনিত্য দুঃখময় [illegible]বস্থা হইতে মুক্তি

পাইবার জন্য জীবের যে বাসনা, পুরুষোত্তমের উপাসনা করিয়া সে বাসনা পূর্ণ হয়।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬

১৬। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া) লোকাঃ (সমস্ত লোকই) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল); তু (কিন্তু), হে কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইলে) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনরায় জন্ম হ না)।

যে জীব পুরুষোত্তমকে লাভ করে সে বিশ্বের অতীত পরম পদে চলিয়া যায়, তাহার আর পুনর্জন্মের বন্ধন থাকে না। অতএব জ্ঞানযোগের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যে ফলই লাভ করা যাউক না কেন, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমবায়ে সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ পুরুষোত্তমের উপাসনা করিয়াও সেই ফল প্রকৃষ্ট ভাবেই লাভ করা যায়।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭

১৭। সহস্র যুগ পর্য্যন্তং (এক সহস্র যুগ ব্যাপিয়া) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যে দিন) [এবং] যুগসহস্রান্তাং (এক সহস্র যুগ ব্যাপিয়া) রাত্রিং (রাত্রি) বিদুঃ (যাঁহারা জানেন) তে জনাঃ (তাঁহারাই) অহোরাত্রবিদঃ (অহোরাত্রবিৎ)।

ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক, সমগ্র বিশ্ব অনন্তকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। বিশ্বের প্রকটাবস্থাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দিন বলা হয়, এবং অপ্রকটাবস্থাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। কালের পরিমাণে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি সমান। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগব্যাপী কালকে মহাযুগ বলে, সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন, এবং সহস্র মহাযুগে এক রাত্রি।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

১৮। অহরাগমে (ঐ দিবসের আগমনে) অব্যক্তাৎ (অবক্ত্য হইতে) সর্ব্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ব্যক্ত চরাচর পদার্থ) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়), রাত্র্যাগমে (রাত্রি আগত হইলে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্ততেই) প্রলীয়ন্তে (লয় প্রাপ্ত হয়)।

এক হিসাবে সকল দেহধারী জীবই অমর, immortal. জগৎ যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখন জীব সকল ধ্বংস হয় না, তাহাদের বাহ্যরূপেরই ধ্বংস হয়, ব্রহ্মের মধ্যে তাহারা অপ্রকটাবস্থায় অবস্থান করে, বিশ্রাম করে। কিন্তু ইহা কেবল সাময়িক বিরতি মাত্র। আবার নূতন সৃষ্টিতে নূতনরূপ গ্রহণ করিয়া তাহারা দিব্য বিকাশের পথে অগ্রসর হয়।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্য[illegible]ঃ পার্থ প্রভবত[illegible]্যাগমে ॥১৯

১৯। হে পার্থ! সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূত-গ্রামঃ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ) অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবা সমাগমে) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়); রাত্র্যাগমে (রাত্রি সমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়)।

পুরুষোত্তমের সাধর্ম্ম্য লাভই জীবের লক্ষ্য ও পরম গতি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব নিজ প্রকৃতির বিকাশ করিয়া ঐ পরম ভাব না লাভ করিতেছে ততক্ষণ তাহাকে নিজ স্বভাবের দ্বারা বাধ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০

২০। তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ (অন্য) সনাতনঃ (শাশ্বত) যঃ অব্যক্তঃ ভাবঃ (যে অব্যক্ত সত্তা) সঃ (তাহা) সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু (সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)।

প্রলয়ের সময় জগৎ যে অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই ভগবানের আদ্য সত্তা নহে, তাহারও উর্দ্ধে এক অব্যক্ত পদ আছে, তাহা বিশ্বের অতীত। নীচের অব্যক্তের ন্যায় তাহার পরিবর্ত্তন নাই, তাহা শাশ্বত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১

২১। [যাহা] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (অব্যক্ত অক্ষর—এইরূপ কথিত হয়) তং (তাহাকে) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ঠ গতি) আহুঃ (বলে), যং প্রাপ্য (যাহা প্রাপ্ত হইয়া) ন নিবর্ত্তন্তে (জীবগণ প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং ধাম (উচ্চতম পদ)।

যে শাশ্বত অচল অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার উপরে এই পরিবর্ত্তনময় জগৎ আকাশে বায়ুর ন্যায় বিধৃত রহিয়াছে, গীতায় তাহাকেই অক্ষর বলা হইয়াছে (এবং সর্ব্বভূতকে ক্ষর বলা হইয়াছে)। এই অক্ষর তাহার উচ্চতম সত্তায় অব্যক্ত, তাহা বিশ্ব-প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থারও উর্দ্ধে। জীব যদি এই অক্ষরকে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে বিশ্ব ও প্রকৃতির সকল বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়ে, সে জন্ম মৃত্যুর উর্দ্ধে অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত পদে চলিয়া যায়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২

২২। হে পার্থ! তু (কিন্তু) সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্যা ভক্তি দ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্য), ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্য (যে পুরুষের) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে অবস্থিত), যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততং (বিস্তৃত হইয়াছে)।

যদিও সেই পরম পদ বিশ্বাতীত ও চির-অব্যক্ত তথাপি সেই পরম পুরুষকে ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। পরম পুরুষ একেবারে সকল সম্বন্ধ শূন্য নহেন। আমা[illegible]তঃ বিশ্ব-চৈতন্য মায়া[illegible] বিভ্রম নহে, পরম

পুরুষ বিশ্বাতীত হইয়াও সমগ্র জগৎ সর্ব্বভূতকে নিজের সত্তার মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩

২৩। হে ভরতর্ষভ! যত্র কালে তু (যে-কালে) প্রযাতাঃ (মৃত হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ (অপুনরাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ এব (এবং পুনরাবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হন) তং কালং (সেই কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)।

যোগী যদি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে এবং যদি পুনর্জ্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলে কোন সময়ে তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকদের মত গীতা এখানে বিবৃত করিতেছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫

২৪-২৫। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (অগ্নি ও জ্যোতি) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস) তত্র (তাহাতে) প্রযাতাঃ (গমন করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবেত্তাগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে [illegible]ন)।

ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়ন ছয় মাস) তত্র (তাহাতে) যোগী (যোগীপুরুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চান্দ্রমস জ্যোতি) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবৃত্ত হন)।

অগ্নি ও জ্যোতি এবং ধূম ও কুজ্ঝটিকা, দিবস এবং রাত্রি, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন—এই গুলি হইতেছে বিপরীত; প্রথমগুলির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন; দ্বিতীয়গুলির দ্বারা যোগী চান্দ্রমস জ্যোতি প্রাপ্ত হন এবং পরে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬

২৬। জগতঃ (জগতের) শুক্লকৃষ্ণে (জ্যোতির্ম্ময় ও অন্ধকারময়) এতে হি গতী (এই দুই পথ) শাশ্বতে মতে (নিত্য বলিয়া কথিত); [সাধক] একয়া (একটির দ্বারা) অনাবৃত্তিং যাতি (অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন), অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা) পুনঃ আবর্ত্ততে (পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন)।

উপনিষদে এই দুই শুক্ল ও কৃষ্ণ পথকে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হইয়াছে। যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, আমাদের মধ্যে জ্যোতির শক্তি ও অন্ধকারের শক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাতে প্রথমোক্ত শক্তিগুলি দিবসাদি আলোকের সময় প্রবল হয় এবং শেষোক্ত শক্তিগুলি রাত্রি আদি অন্ধকারের সময় প্রবল হয়। এবং যতদিন না অন্ধকারের শক্তিসকল সম্পূর্ণভাবে বিজিত হইতেছে ততদিন [illegible] এইরূপ চলিতে থাকে।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭

২৭। হে পার্থ! এতে সৃতী (এই মার্গদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও যোগী পুরুষ) ন মুহ্যতি (ভ্রান্তিতে পতিত হন না); তস্মাৎ (অতএব) হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (যোগ-যুক্ত হও)।

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই মার্গ সম্বন্ধে প্রাচীন মতে যে সত্যই থাকুক, গীতা এই কথাটিকে যে-ভাবে শেষ করিয়াছে কেবল তাহাই দ্রষ্টব্য—'অতএব সকল সময়ে যোগযুক্ত হইয়া থাক।' আমাদের সমগ্র সত্তাকে এমন ভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত করিতে হইবে, এমন সর্ব্বভাবে, স্বাভাবিক ভাবে, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত এক হইয়া থাকিতে হইবে যেন সমস্ত জীবন, কেবল চিন্তা ও ধ্যান নহে, পরন্তু আমাদের কর্ম্ম, শ্রম, যুদ্ধ সবই হয় ভগবানের অনুস্মরণ, সমস্ত জীবনই হয় যোগ।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮

২৮। বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু (তপস্যায়) দানেষু চ এব (এবং দান সমূহে) যৎ পুণ্যফলং (যে পুণ্য ফল) প্রদিষ্টম্ (নিরূপিত হইয়াছে [illegible]) বিদিত্বা

(এই তত্ত্ব অবগত হইয়া) যোগী তৎ সর্ব্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), চ (এবং) আদ্যং (আদ্য) পরং (উচ্চতম) স্থানম্ (পদ) উপৈতি (লাভ করেন)।

জীবাত্মা বিকাশ ও বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যে পরম পদের দিকে অগ্রসর হইতেছে যোগী তাহাই লাভ করেন; সেখানে আর কোন বিবর্ত্তন বা গতি নাই, তাহা হইতেছে আদি, শাশ্বত, পরম স্থান।

ইতি অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং
যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—ইদং তু (এই) গুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়) বিজ্ঞানসহিতম্ (বিশেষ জ্ঞানের সহিত) জ্ঞানম্ (মূল জ্ঞান) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিবিহীন) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [তুমি] অশুভাৎ (নীচের প্রকৃতির শোক, দুঃখ ও দোষ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)।

মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যে-ভগবান নিগূঢ়-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, গুরু অতঃপর অর্জ্জুনকে সেই ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান দিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই জ্ঞানের দ্বারাই অর্জ্জুনের সকল সংশয় দূর হইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ॥
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২

২। ইদং (এই) রাজগুহ্যং (অতি গুহ্যতম) রাজবিদ্যা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান) উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষ বোধগম্য পবিত্র উত্তম জ্যোতি) ধর্ম্ম্যং (সত্তার ধর্ম্মস্বরূপ) কর্ত্তুম্ সুসুখম্ (সুখসাধ্য) অব্যয়ঞ্চ (এবং সনাতন)।

শুধু মনবুদ্ধি নিঃসংশয় হইলেই চলিবে না, আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে এই পরমজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, শ্রদ্ধার সহিত জীবনে ইহা অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহা সুখসাধ্য হইবে।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

৩। হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ (এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুর অধীন সংসার পথে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমণ করে)।

যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর করে, এই সত্যের সহিত দৃশ্যমান জগতের মিল নাই বলিয়া ইহাকে অবিশ্বাস করে, তাহাকে মৃত্যু ও ভ্রান্তি ও অশুভের অধীন এই সাধারণ মরজীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেই হয়। যে-ভগবানকে সে অস্বীকার করে তাঁহার ভাব লাভ করা, ভাগবত জীবন ও অমৃতত্ব লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। যুক্তি-তর্কের দ্বারা এই সত্যকে প্রমাণ করা যায় না, শ্রদ্ধার সহিত এই সত্য অনুসারে জীবনকে চালিত করিয়াই এই সত্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

৪। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া (অব্যক্ত স্বরূপ আমাকর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং জগৎ (এই সমুদয় জগৎ) ততং (বিস্তৃত হইয়াছে), সর্ব্বভূতানি (সর্ব্বভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত), অহং চ (আমি কিন্তু) তেষু (তৎ সমুদয়ে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি)।

গীতা অতঃপর সেই পরম ও সমগ্র রহস্য বিবৃত করিয়াছে। সেই রহস্য হইতেছে এই যে, ভগবান বিশ্বাতীত হইয়াও তাঁহার যোগমায়ার দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এখানকার সব কিছুই তিনি, অথচ তিনি এই বিশ্ব হইতে এতই ভিন্ন ও মহত্তর যে বিশ্বের কোন বস্তু বা সকল বস্তু মিলিয়াও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, কিছুই তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিতে পারে না, আমাদের এই সান্ত জগতের কোন ভাষাই তাঁহার অচিন্তনীয় সত্তার সত্য পরিচয় দিতে সক্ষম নহে।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫

৫। ভূতানি (ভূতসমূহ) ন চ মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিতও নহে), মে (আমার) ঐশ্বরং যোগং (ঐশ্বরিক শক্তির যোগ) পশ্য (দেখ); মম আত্মা (আমার অধ্যাত্ম সত্তা) ভূতভৃৎ (ভূতধারক) ভূতভাবনঃ চ (ভূত-সকলের উদ্ভবের নিমিত্ত স্বরূপ), ন ভূতস্থঃ (কিন্তু ভূতসমূহের মধ্যে অবস্থিত নহে)।

জড় জগতে আমরা যেমন দেখি, কোন স্থানে কোন বস্তু রহিয়াছে, সর্ব্বভূত ভগবানের মধ্যে সেই ভাবে রহিয়াছে বলা ঠিক হয় না, কারণ ভগবান দেশ ও কালের অতীত। এই জগৎ জড় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ জড় নহে, ইহা ভগবানের যোগমায়া বা অধ্যাত্মচৈতন্যের শক্তির দ্বারা আত্ম-সৃষ্টি ও আত্ম-বিস্তৃতি। তাঁহার আত্মা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, প্রকট করিতেছে কিন্তু তিনি আত্মা ও সর্ব্বভূত এই উভয়ের উর্দ্ধে। আমাদের অধ্যাত্ম চৈতন্যে তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই তাঁহার সত্তার সহিত আমাদের যথার্থ সম্বন্ধে উপনীত হইতে পারি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬

৬। যথা (যেরূপ) সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্রগমনশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহান বায়ু) নিত্যম্ (সদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি উপধারয় (এই ভাবে ইহা অবধারণ কর)।

যতক্ষণ না আমরা পরম চৈতন্যে পৌছিয়া সবকেই অধ্যাত্ম চৈতন্যময় দেখিতেছি ততক্ষণ জড় জগতের উপমা প্রয়োগ করিয়াই বলিতে হয় যে, বায়ু যেমন আকাশে রহিয়াছে, সমগ্র জগৎ তেমনই আত্মার মধ্যে রহিয়াছে। আত্মা সর্ব্বব্যাপী কিন্তু এক এবং অচল; জগৎও সর্ব্বব্যাপী কিন্তু তাহা সচল এবং বহু রূপে নিজেকে প্রকট করিতেছে। ভগবানই [illegible] হইয়া জগৎরূপ নিজ প্রকাশকে ধরিয়া

রহিয়াছেন। এক ও বহু, অচল ও সচল তাঁহারই অন্তর্গত দুইটি ভাব এবং তিনি উভয়েরই অতীত।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭

৭। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে (কল্পের শেষে) সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূত) মামিকাং প্রকৃতিং (আমার দিব্য প্রকৃতিতে) যান্তি (ফিরিয়া যায়); পুনঃ (পুনর্ব্বার) কল্পাদৌ (কল্পের আরম্ভে) তানি (সেই ভূত-সকলকে) অহং বিসৃজামি (আমি সৃষ্টি করি)।

জীব ভগবানের স্বীয় দিব্য প্রকৃতিরই অংশ। দিব্য প্রকৃতির যে বিশিষ্ট অংশ তাহার স্বভাব হয় তদনুসারেই সে বিবর্ত্তিত হয়, কখনও এক ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করে, কখনও অন্য ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করে; কল্পের শেষে প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হইলে তাহার নিশ্চল নীরবতার মধ্যে ফিরিয়া আসে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮

৮। [আমি] স্বাং প্রকৃতিং (নিজ প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (চাপিয়া ধরিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রকৃতির অধীনে) অবশং (অবশ) ইমং কৃৎস্নং (এই সমুদয়) ভূতগ্রামম্ (ভূতগণকে) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি (বার বার উৎপাদন করিয়া থাকি)।

ভগবান তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে তাঁহার প্রকৃতির উপর চাপ দিয়া প্রকৃতির মধ্যে যন্ত্রারূঢ় নিহিত

রহিয়াছে, যাহা কিছু ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে, সেই সবকে পুনঃ পুনঃ প্রকট করেন। অজ্ঞান জীব অবশভাবে প্রকৃতির এই চক্রে আবর্ত্তিত হয়, কেবল ভাগবত চৈতন্যে ফিরিয়া গিয়াই সে প্রকৃত প্রভুত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯

৯। হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু (সেই সকল কর্ম্মের) উদাসীনবৎ আসীনম্ (ঊর্দ্ধে আসীনের ন্যায় অবস্থিত) অসক্তং (অনাসক্ত) মাং (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই সকল কর্ম্ম) ন চ নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিতে পারে না)।

ভগবান প্রকৃতির সহিত থাকিয়া তাহাকে কর্ম্ম করাইতেছেন, অথচ তাঁহার বিশ্বাতীত ঐশ্বরিক সত্তায় বাহিরেও রহিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র সত্তা ঐ কর্ম্মে নিমগ্ন নহে, তিনি কোনরূপ অদম্য বাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, তাই তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। তিনি অনন্তকাল ধরিয়া যেমন আছেন তেমনিই আছেন, প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে তাঁহার অক্ষর সত্তায় কোন পার্থক্যই হয় না।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে ॥১০

১০। [illegible]ক্ষেণ ময়া (অধ্যক্ষ স্বরূপ আমার দ্বারা)

প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ) সূয়তে (প্রসব করে); অনেন হেতুনা (এই কারণে), হে কৌন্তেয়! জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (জগৎ বার বার আবর্ত্তিত হয়)।

ভগবানও এই আবর্ত্তন-চক্র অনুসরণ করেন, কিন্তু জীবের ন্যায় অবশভাবে নহে; প্রকৃতিতে তাঁহার কার্য্য তিনি নিজেই অধ্যক্ষরূপে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং প্রকৃতির দ্বারা চরাচর জগৎ সৃষ্টি করান।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১

১১। মূঢ়াঃ (বিমূঢ় ব্যক্তিগণ) মম (আমার) ভূতমহেশ্বরম্ (সর্ব্বভূতের ঈশ্বর স্বরূপ) পরং ভাবম্ (পরম সত্তা) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মানুষীং তনুং আশ্রিতং (মনুষ্যদেহে অবস্থিত) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান "ভূতসকলের মধ্যে নাই", এখানে বলা হইতেছে তিনি মানবীয় তনুর মধ্যে রহিয়াছেন। এই দুইটি কথায় বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। ভগবান তাঁহার পরম সত্তায় সকল বিশ্বের অতীত, কিন্তু এই বিশ্বও তাঁহার স্বীয় প্রকৃতির ক্রিয়া, এবং ভাগবত প্রকৃতি কখনই ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতেছে তাহারই মধ্যে ভগবান অনুস্যূত রহিয়াছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন মায়ার অন্তরালে, অবতারে [illegible]ন্ সম্মুখে

প্রকট হইতেছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে পূর্ণ যোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে হইলে এই সত্য স্বীকার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২

১২। মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম), মোঘকর্ম্মাণঃ (বিফল-কর্ম্মা), মোঘজ্ঞানাঃ (বিফলজ্ঞান), বিচেতসঃ (আত্ম-চেতনাশূন্য), মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশকারী) রাক্ষসীম্ (প্রচণ্ড ভোগাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ) আসুরীং চ এব (অত্যধিক অহমিকা পূর্ণ) প্রকৃতিং শ্রিতাঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত) [ব্যক্তিগণ "মানুষীং তনুমাশ্রিতং" ভগবানকে দেখিতে পায় না, চিনিতে পারে না, অবজ্ঞা করে]

যে-জ্ঞান শুধু বাহ্য দৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরের সত্য দেখিতে পায় না তাহা বৃথা জ্ঞান, যে আশা নিত্য বস্তুকে ছাড়িয়া অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবমান হয় তাহা বৃথা আশা, যে-কর্ম্মের প্রত্যেক লাভ লোকসানের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় সে-কর্ম্ম বৃথা শ্রম। যাহারা অন্তরস্থিত ভগবানকে দেখে না, স্বীকার করে না, তাহারা তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না, নীচের প্রকৃতির মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তাহাদের সমস্ত জীবনই বৃথা।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্য[illegible]সা জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩

১৩। হে পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিং (ভগবত প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মাগণ) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা হইয়া) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্ব্বভূতের কারণ) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন)।

মানুষের মধ্যে যেমন রাক্ষসী ও আসুরিক প্রকৃতির সম্ভাবনা রহিয়াছে তেমনই দিব্য প্রকৃতিরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহারা এই দিব্য প্রকৃতির জ্যোতি ও উদারতার দিকে নিজেদিগকে খুলিয়া দেয় কেবল তাহারাই ঠিক পথ ধরিয়াছে—সে পথ প্রথমে সঙ্কীর্ণ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয়ভাবে প্রসারিত হইয়া মুক্তি ও সিদ্ধির দিকে লইয়া যায়। মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ করাই মানুষের প্রকৃত কাজ, নীচের আসুরিক ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ়নিষ্ঠ সাধনার দ্বারা দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে, এইটিই মানব জীবনের নিগূঢ় রহস্য। এই বিকাশ যতই বর্দ্ধিত হয় ততই মায়ার আবরণ খসিয়া পড়ে, জীব কর্ম্মের মহত্তর উপযোগিতা এবং জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পায়।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪

১৪। [তাঁহারা] সততং (সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার মহত্ত্ব ও দিব্য গুণাবলী কীর্ত্তণ করিয়া) যতন্তঃ (যত্নশীল হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (ও দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা চ নমস্যন্তঃ (এবং ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে

নমস্কার করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য যোগযুক্ত হইয়া) উপাসতে (উপাসনা করে)।

মানুষের মধ্যে, জগতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার দিকে যখন আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন আমাদের সকল বাক্য, সকল চেষ্টা, আমাদের সমগ্র জীবনই হইয়া উঠে ভগবানের উপাসনা, তাঁহার প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও ভক্তিতে আমরা পূর্ণ হইয়া উঠি। ইহাই হইতেছে পূর্ণ ভক্তির পন্থা, হৃদয়ের যজ্ঞ দ্বারা পুরুষোত্তমের নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫

১৫। অপি চ অন্যে (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তঃ (যজন করিয়া) মাং উপাসতে (পুরুষোত্তমের উপাসনা করে); একত্বেন (তাঁহার একত্বে) পৃথক্ত্বেন (তাঁহার পৃথক পৃথক তত্ত্বে) বহুধা বিশ্বতোমুখং (জগতে ও জীব-সকলের মধ্যে তাঁহার বহুরূপে, বহুভাবে) [পুরুষোত্তমের উপাসনা করে]।

গীতা এখানে যে জ্ঞান-যজ্ঞের কথা বলিতেছে তাহা কেবল অনির্দ্দেশ্য কৈবল্যাত্মক বিশ্বাতীত সত্তায় মনোনিবেশ করা নহে, তাহা হইতেছে অনন্তকে তাঁহার অনন্ততায় দেখা আবার সকল সান্ত বস্তুর মধ্যে দেখা; ইহা সহজেই পরম ভক্তি, প্রেম ও আত্মসমর্পণে পরিণত হয়।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬

১৬। অহং (আমি) ক্রতুঃ (বেদবিহিত কর্ম্ম), অহং যজ্ঞঃ (আমি যজ্ঞ), অহং স্বধা (আমি তর্পণ কার্য্য), অহং ঔষধম্ (আমি ঔষধিজাত অন্ন), অহং মন্ত্রঃ (আমি মন্ত্র), অহং এব আজ্যম্ (আমি হোমের ঘৃত), অহং অগ্নিঃ (আমি হোমাগ্নি) অহং হুতম্ (আমিই হবন কর্ম্ম)।

কর্ম্মের পথও ভক্তি ও আত্মসমর্পণে পরিণত হয়, কারণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল সঙ্কল্প ও কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে এক পুরুষোত্তমে অর্পণ করা। আভ্যন্তরীণ যজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞ, সেখানে ভগবান নিজেই হন যজ্ঞ, যজ্ঞের প্রত্যেক ক্রিয়া ও উপকরণ। ভগবান নিজেই হন হোমের অগ্নি, কারণ আমাদের হৃদয়ে যে ভগবদ্‌মুখী সঙ্কল্প, উর্দ্ধমুখী অভীপ্সা তাহাই হইতেছে অগ্নি এবং ভগবান নিজেই আমাদের মধ্যে সেই অগ্নি। বৈদিক প্রথানুযায়ী বাহিক যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে এই ভিতরের যজ্ঞেরই শক্তিশালী প্রতীক।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ১৭

১৭। অহং (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা (রক্ষাকর্ত্তা, পোষণকর্ত্তা পিতা), মাতা (স্নেহময়ী মাতা), ধাতা (ঈশ্বর), পিতামহঃ (আদি সৃষ্টিকর্ত্তা), বেদ্যং (সর্ব্ববেদে জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রং (পবিত্র), ওঁকারঃ (সকল বাক্য ও চিন্তার শাশ্বত বীজ স্বরূপ ওঁ), ঋক্ (ঋগ্বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (এবং যজুর্ব্বেদ)।

এই যজ্ঞ হইতেছে একই সঙ্গে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যজ্ঞ। যে ব্যক্তি এইভাবে জানে, উপাসনা করে, তাহার সকল

জীবন কর্ম্মকে এক মহান্ আত্মনিবেদনে শাশ্বত পুরুষকে অর্পণ করে, তাহার নিকট ভগবানই সব এবং সবই ভগবান।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮

১৮। [আমি] গতিঃ (গন্তব্যস্থল) ভর্ত্তা (স্বামী) প্রভুঃ (ঈশ্বর) সাক্ষী (দ্রষ্টা) নিবাসঃ (বাসস্থান) শরণং (আশ্রয়) সুহৃৎ (হিতকামী বন্ধু) প্রভবঃ (সৃষ্টি) প্রলয়ঃ (প্রলয়) স্থানং (স্থিতি) নিধানং (লয়স্থান) অব্যয়ং বীজং (অবিনাশী বীজ)।

এইভাবে যিনি ভগবানকে জানেন, শাশ্বতের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, সংসার বা নিয়তি বা ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইতে তিনি কোন ভয় পান না। তাঁহার নিকট ভগবানই পথ এবং ভগবানই গন্তব্যস্থল, সে পথে কোন প্রত্যবায় নাই, তাঁহার সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্চিতভাবে তিনি সেই দিব্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥১৯

১৯। হে অর্জ্জুন! অহং তপামি (সূর্য্য ও অগ্নিতে আমিই উত্তাপ প্রদান করি) অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি (আমিই জল আকর্ষণ করি) উৎসৃজামি চ (পুনর্ব্বার বর্ষণও করি); [আমি] অমৃতং চ (অমৃতত্ব) মৃত্যুঃ চ (এবং মৃত্যু), সৎ অসৎ এব চ (সৎ ও অসৎ)।

তিনিই এই সমস্ত জড় প্রকৃতি এবং তাহার ক্রিয়া। আমরা যাহা কিছু "আছে" বলি, সৎ, সে সবই তিনি, আর যাহা কিছু "নাই" বলি, অসৎ, সে সবও গূঢ়ভাবে তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। মৃত্যু তাঁহার ছদ্ম মুখোশ, অমৃতত্ব তাঁহার আত্মপ্রকাশ।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০

২০। ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদের বাহ্য অর্থ শিক্ষা করিয়া) সোমপাঃ (দেবতাগণকে উৎসর্গীকৃত সোমরস পান করিয়া) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা (যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া) [ত্রিবেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান পরায়ণ ব্যক্তিগণ] স্বর্গতিং (স্বর্গ সুখ ভোগ) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন); তে (তাঁহারা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকং (স্বর্গ লোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ দেবভোগান্ (দিব্য দেব ভোগ সকল) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)।

পরলোকে এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং দিব্যতর জগতে দেবভোগের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা জীব তাহার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভোগসকল লাভ করিবার শক্তি অর্জ্জন করে। কিন্তু তাহাকে আবার মর্ত্ত্যজগতে ফিরিয়া আসিতেই হয়, কারণ এই মর্ত্ত্য জীবনের যাহা প্রকৃত লক্ষ্য তাহা এই ভাবে সিদ্ধ হয় না।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

২১। তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং স্বর্গলোকম্ (মর্ত্ত্যজীবন অপেক্ষা বিশালতর সুখে পূর্ণ স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয় হইলে) মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি (মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন); এবং (এইরূপ) ত্রয়ীধর্ম্মং (বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানকারী) কামকামাঃ (ভোগকামী ব্যক্তিগণ) গতাগতং লভন্তে (পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন)।

অন্য কোথাও নহে, এই পৃথিবীতেই পরম ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, অপূর্ণ স্থূল মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বের সহিত ঐক্যের ভিতর দিয়া জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যের সন্ধান লাভ করিতে হইবে, সেই সত্য অনুসারে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন ইহ জীবনেই তাহার অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবেই আমাদের দীর্ঘ পুনরাবর্ত্তন চক্রের পরিসমাপ্তি হইবে, এবং আমরা এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হইব; মানব জন্মে জীবকে এই সুযোগই দেওয়া হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ জন্মজন্মান্তরের শেষ হইতেই পারে না।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

২২। অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ (একাগ্রভাবে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং (আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ব্যক্তিগণের) যোগক্ষেমং (যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম অর্থাৎ তাহার রক্ষণ) অহং বহামি (আমি বহন করি)।

মানব জন্মের এই যে চরম উদ্দেশ্য, ভগবদ্ভক্ত একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দিয়া সর্ব্বদা ইহার দিকে অগ্রসর হন, সেই ভক্তির দ্বারা তিনি পরম বিশ্বপুরুষকেই তাঁহার জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করেন, ক্ষুদ্র অহমিকাপূর্ণ পার্থিব ভোগ বা স্বর্গভোগকে নহে। তাঁহার এই ভগবদ্ভক্তি তাঁহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, জীবনের পরিপূর্ণতার বিন্দুমাত্র হইতেও তিনি বঞ্চিত হন না; কারণ ভগবান নিজে তাঁহার সকল কল্যাণ আনিয়া দেন, সকল দিক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩

২৩। হে কৌন্তেয়! যে অন্যদেবতাভক্তাঃ অপি (অন্য দেবতার যে সকল ভক্ত) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (সেই সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে), তে অপি (তাহারাও) মাম্ এব যজন্তি (আমারই উদ্দেশে যজ্ঞ

করে); অবিধিপূর্ব্বকম্ (কিন্তু সে যজ্ঞ সত্য বিধি অনুযায়ী হয় না)।

সকল ঐকান্তিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ধর্ম্মোপাসনাই হইতেছে বস্তুতঃ এক পরম বিশ্বময় ভগবানেরই উপাসনা। উপাসনা যতই অপূর্ণ বা অজ্ঞান হউক, তাহার দ্বারাই মানবাত্মার সহিত ভগবানের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তবে যাঁহারা জ্ঞানের সহিত পূর্ণতম ভগবানের উপাসনা না করিয়া অংশস্বরূপ অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা জীবনের পরমতত্ত্ব অবগত নহে, তাহাদের সে উপাসনা যজ্ঞের উত্তম বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় না, তাহা হয় বিশেষ-ভাবেই অহংভাবাপন্ন ও বাসনাত্মক এবং সেই জন্য তাহার দ্বারা পরম গতিও লাভ করা যায় না।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

২৪। হি (যেহেতু) অহং এব (আমিই) সর্ব্ব-যজ্ঞানাং (সকল যজ্ঞের) ভোক্তা চ প্রভুঃ চ (উপভোগকর্ত্তা ও ঈশ্বর); তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (আমার সকল তত্ত্বে) ন অভিজানন্তি (জানে না), অতঃ (আর সেই জন্যই) চ্যবন্তি (পতিত হয়)।

সজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্ম সমর্পণ করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা; নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিষই লাভ করা যায়, এবং সে-সব হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্ উপলব্ধির দ্বারা আত্মাকে প্রসারিত করিতে হয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫

২৫। দেবব্রতাঃ (দেবতাপূজকগণ) দেবান্ যান্তি (দেবগণকে প্রাপ্ত হন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজকগণ) পিতৄন্ যান্তি (পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকেরা) ভূতানি যান্তি (ভূতগণকে প্রাপ্ত হন); [কিন্তু] মদ্ যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণ) মাং যান্তি (আমাকে লাভ করেন)।

সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে অংশ স্বরূপ দেবগণের পূজা, পূর্ণ ভগবানের নহে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই গীতা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা এই বহিরঙ্গের উপাসনাকে বলিয়াছে অন্য দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬

২৬। যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তি পূর্ব্বক) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (পত্র, পুষ্প, ফল, জল) প্রযচ্ছতি (অর্পণ করেন), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (যত্নশীল ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তির সহিত প্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (গ্রহণ ও আস্বাদন করি)।

এইরূপে জীবনের ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ হইতে বা নিজের যাহা কিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান,

ক্ষুদ্রতম কর্ম্ম—সমস্তই এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণযোগ্য হয়, সেইটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভগবদ্ভক্তের আত্মা ও জীবনকে অধিকার করেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭

২৭। [হে] কৌন্তেয়! [তুমি] যৎ করোষি (যাহা কিছু কর), যদশ্নাসি (যাহা কিছু উপভোগ কর), যৎ জুহোষি (যাহা যজ্ঞ কর), যৎ দদাসি (যাহা দান কর), তৎ (তাহা) মদর্পণম্ (আমাতে অর্পণ) কুরুষ্ব (করিবে)।

এই ভক্তি, এই পূর্ণতম আত্মদান ও ঐকান্তিক আত্ম-সমর্পণই গীতার সমন্বয়ের মুকুট স্বরূপ। সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্ব পুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয়।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮

২৮। এবং (এইরূপে) কর্ম্মবন্ধনৈঃ শুভাশুভফলৈঃ (কর্ম্মবন্ধনের কারণ স্বরূপ শুভাশুভ ফল হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে); সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা (সংন্যাসের দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া) বিমুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) মাম্ উপৈষ্যসি (আমাকে প্রাপ্ত হইবে)।

বাসনা ও অহংভাব শুভ ও অশুভের মধ্যে যে প্রভেদ করে তাহা দূর হইয়া যায়। কর্ম্মের শুভ ফল লাভ করিবার জন্য কষ্টকর প্রয়াস থাকে না, অশুভ ফল এড়াইবার চেষ্টা থাকে

না—কিন্তু যিনি জগতের সকল কর্ম্ম ও সকল ফলের চির অধিকারী সেই পরম পুরুষকে সকল কর্ম্ম ও ফল অর্পণ করা হয়, সুতরাং আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না। কারণ পূর্ণতম আত্ম-সমর্পণের দ্বারা সমস্ত অহংমুখী বাসনা হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং জীব আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে যুক্ত হয়।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥২৯

২৯। অহং (চির-অধিবাসী আমি) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের হৃদয়েই) সমঃ (সমানভাবে অবস্থিত), মে (আমার) দ্বেষ্যঃ ন (অপ্রিয় কেহ নাই), প্রিয়ঃ চ ন অস্তি (প্রিয়ও কেহ নাই) ; তু (তথাপি) যে (যাহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [থাকে], অহং অপি (আমিও) তেষু চ (তাহাদের মধ্যে) [থাকি]।

ভগবান কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও চিরকালের জন্য দণ্ডিত করেন নাই। বিনা কারণে খেয়ালী স্বেচ্ছাচারিতার বশে তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ হইলে শেষ পর্য্যন্ত সকলে সমানভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন, ভগবানের মধ্যে মানুষ রহিয়াছে—ইহা সজ্ঞান অনুভূতিতে প্রমাণ হয় এবং সর্ব্বতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত হয় কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারা। উচ্চতম ও সমগ্র আত্মসমর্পণের যে প্রেম তাহার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল

পথে ও সত্বর ভগবানের সহিত এই সজ্ঞান মিলন ও একত্বে পৌছান যায়।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০

৩০। চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও) অনন্যভাক্‌ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করে), সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ (তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে) হি (কারণ) সঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতঃ (তাহার স্থির-সঙ্কল্প পূর্ণ ও যথাযথ)।

অধমতম পাপী, অশুদ্ধতম ও প্রচণ্ডতম দুরাচারী ব্যক্তিও যদি নিজের চরম অধঃপতন উপলব্ধি করিয়া অন্তরস্থ ভগবানকে ভজনা করিতে ও অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে রক্ষা পায়। তখন কেবল সেই ফিরিয়া দাঁড়ানর জন্যই সে শীঘ্র সাত্ত্বিক পথটি ধরিতে পারে এবং তাহা সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১

৩১। [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম্মাত্মা ভবতি (ধাম্মিক হয়), শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি (চিরশান্তি লাভ করে)। [হে] কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) প্রতিজানীহি (ইহা আমার প্রতিজ্ঞা বাক্য)।

পুর্ণ আত্মসমর্পণের যে দৃঢ় সঙ্কল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার

উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়া আসে মানুষের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ অবতরণ ও আত্মদান, এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে দ্রুত অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের আধারের সকল অংশকে দিব্যজীবনের ধর্মে গড়িয়া তুলে। আত্মসমর্পণের সঙ্কল্পের যে শক্তি তাহা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত মায়ার আবরণ অপসারিত করিয়া দেয়; ইহা সকল ভ্রান্তি নাশ করে, সকল বাধা ধ্বংস করে।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-
স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

৩২। [হে] পার্থ! যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ (যাহারা পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাও), স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ), তথা শূদ্রাঃ (এবং শূদ্রগণ) তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং হি (পরম গতিই) যান্তি (প্রাপ্ত হয়)।

আমাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে যে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র আত্মসমর্পণ শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও মূলতঃ পূর্ণতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পথ দিয়া পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গে যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের দ্বার সকলের পক্ষেই সমান ভাবে উন্মুক্ত হইতেছে। সেই বিশ্ব-

প্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত দূর হইয়া যায়।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

৩৩। পুন্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (পুন্যবান ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ) [পরম গতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাহাতে আর কথা কি?); অনিত্যং (ক্ষণস্থায়ী) অসুখম্ (দুঃখময়) ইমং লোকং (এই মর্ত্ত্যলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং ভজস্ব (আমাকে ভজনা কর)।

মানুষ অস্থায়ী সম্বন্ধ-সকলে আসক্ত হয়, বদ্ধ হয়, শুভ-অশুভ সুখ-দুঃখ প্রভৃতির দ্বন্দ্বকেই জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করে তাই দ্বন্দ্ব দুঃখ অশান্তি ভোগ করে। ইহা হইতে মুক্তির পথ হইতেছে বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হওয়া। ভগবান আমাদের অন্তরের মধ্যেই প্রকট হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বাহ্য দৃশ্যের প্রতি আমাদের যে আসক্তি সেইটিকে সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। একবার এই নিগূঢ় অন্তরতম ভগবানকে জানিতে ও ধরিতে পারিলে, সমগ্র সত্তা, সমগ্র জীবন অত্যাশ্চর্য্যভাবে রূপান্তরিত হইবে, জগতের দুঃখ ও যন্ত্রণা সর্ব্বানন্দময়ের আনন্দের মধ্যে লোপ পাইবে, আমাদের দুর্ব্বলতা, ভ্রান্তি ও পাপ শাশ্বত পুরুষের সর্ব্বরূপান্তরসাধক শক্তি, সত্য ও পবিত্রতায় পরিণত হইবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

৩৪। মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার পূজাপরায়ণ) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে প্রণাম কর) এবং (এইরূপে) আত্মানং যুক্ত্বা (আত্মায় আমার সহিত যুক্ত হইয়া), মৎপরায়ণঃ (আমাকেই পরম গতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।

ইহাই মর্ত্ত্যজীবন হইতে দিব্য জীবনের মধ্যে উঠিবার পন্থা। ভগবদ্ প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে ইহাই গীতার শিক্ষা, ইহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পরম সামঞ্জস্যে মিলিয়া এক হইয়াছে, সকল সূত্র একত্র সংগ্রথিত হইয়া এক অত্যুচ্চ সমন্বয় ও উদারতম সাধনায় পরিণত হইয়াছে।

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] মহাবাহো! ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে পরমং বচঃ (আমার পরম বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর), যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় তে (প্রীতিমান তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (তোমার কল্যাণ কামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব)।

ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবানে আনন্দ অনুভব করা, প্রীতি—ইহাই প্রকৃত ভক্তির মূল তত্ত্ব। অর্জ্জুনের হৃদয়ে সেই ভগবদ্ প্রেমের উদয় হইয়াছে এবং এই ভাবেই তিনি ভগবানের চরম আদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। ভগবান এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলেন তাহারই সার সঙ্কলন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন যে, এইটিই তাহার পরম বাক্য, অন্য কিছু নহে।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২

২। সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে প্রভবং (আমার উৎপত্তি) ন বিদুঃ (জানেন না); মহর্ষয়ঃ চ নঃ (মহর্ষিরাও

জানেন না); হি (কেননা) অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ (দেবতাদিগের এবং মহর্ষিদিগেরও) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকার) আদিঃ (উৎপত্তিস্থল, আদিকারণ)।

ভগবান বিশ্বের অতীত, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত নহেন। যে দেবগণ ও মহর্ষিগণ দ্বারা এই জগৎ ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে তাঁহারা সকলেই সেই পরমতম ভগবান হইতে উৎপন্ন। দেবগণ হইতেছেন অমর, তাঁহারা সজ্ঞানে বিশ্বের সকল বাহ্য ও আভ্যন্তর শক্তি হইতেছেন, পরিচালন করিতেছেন। তাঁহারা সেই এক আদি দেবেরই বিভিন্ন রূপ, তাঁহা হইতেই বিশ্বের নানা ক্রিয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন— তাঁহাদের নিজেদের সত্তা, প্রকৃতি, শক্তি, কার্য্যপ্রণালী সবই সর্ব্বপ্রকারে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমতম বিশ্বাতীত সত্য হইতেই আসিতেছে।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

৩। যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (অনাদি) লোকমহেশ্বরং চ (এবং জগৎ-সকলের এবং জন-সকলের মহান ঈশ্বর বলিয়া) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (মরজীবগণের মধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া বাস করেন) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (এবং সকল পাপ ও অশুভ হইতে পরিত্রাণ পান)।

কেহ বলে ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের বাহিরে রহিয়াছেন, কেহ বলে ভগবান বিশ্বের সহিত এক, বিশ্বের

বাহিরে তাঁহার কোন সত্তা নাই, কেহ বলে বিশ্ব মায়া, মিথ্যা, ইহা ভগবানের দ্বারা প্রকট বা পরিচালিত নহে। এ-সবই অনন্ত সত্য সম্বন্ধে আংশিক অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিচায়ক। যাঁহার সমগ্র জ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি জানেন যে, ভগবান অনাদি অনন্ত হইয়াও তাঁহার একাংশে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন, বিশ্বের সকল ব্যাপার তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তাঁহার মধ্যে বিধৃত, তাঁহার ইচ্ছায় পরিচালিত। এই সমগ্র জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভাব যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার সমস্ত মোহ দূর হইয়াছে, মর্ত্ত্য জগতে বাস করিয়াও তিনি মুক্ত, সংসারের কোন পাপ, কোন অশুভ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥৫

৪-৫। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং, অসংমোহঃ (অজ্ঞানের মোহ হইতে মুক্তি), ক্ষমা, সত্যং, দমঃ (আত্মজয়), শমঃ (আভ্যন্তরীণ সংযমের শান্তি), সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উৎপত্তি), অভাবঃ (বিনাশ), ভয়ং চ অভয়ং চ এব, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ (সন্তোষ), তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ ভূতানাং পৃথক্ বিধাঃ ভাবাঃ ভবন্তি (এইসব হইতেছে প্রাণীগণের বিভিন্ন মানসিক ও প্রাণিক ভাব), মত্তঃ এব (এবং তাহারা আমা হইতেই উৎপন্ন)।

শুধু যে মানুষের দিব্য সাত্ত্বিক ভাবগুলিই ভগবান হইতে উৎপন্ন তাহা নহে, সুখ-দুঃখ, ভয়-অভয় প্রভৃতি যে সকল দ্বন্দ্ব মানুষের চিত্তকে বিমূঢ় করে সে সবও তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। প্রকৃতির সকল খেলাই ভগবান হইতে উদ্ভূত, তবে তিনি এ সবের দ্বারা বদ্ধ নহেন, প্রকৃতির অতীত হইয়াই তিনি প্রাকৃত জীবনের সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক গুরু, আশ্রয়দাতা, সুহৃদ, প্রেমিকরূপে তিনি সকলকেই আপাত দৃশ্য দুঃখ, শোক, পাপ ও অশুভের ভিতর দিয়া এক পরম জ্যোতি ও আনন্দ ও অমৃতত্বের দিকে লইয়া চলিয়াছেন।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

৬। পূর্ব্বে সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত প্রাচীন মহর্ষি) তথা চত্বারঃ মনবঃ (এবং চারিজন মনু) মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ (ইহারা সকলেই ভগবানের মানসরূপ, তাঁহার পরম অধ্যাত্ম সত্তা হইতে উৎপন্ন), লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ (জগতের এই সকল জীব তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততি)।

যে ভাগবত প্রজ্ঞা নিজের অনন্ত আত্মচৈতন্য হইতে সমস্ত জিনিষ বিকাশ করিয়াছে, সপ্ত প্রাচীন ঋষি তাহারই সাতটি ধীশক্তি, বেদের সপ্ত ধিয়ঃ। ইহারাই সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন, জ্ঞানের আলোক দিতেছেন, অভিব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত রহিয়াছেন চারি মনু, মানবের পিতা। জ্ঞান, শক্তি, সুসঙ্গতি ও কর্ম্ম—ভাগবত প্রকৃতির এই কয়টি দিক মানব জাতির মধ্যে অভিব্যক্ত হইতেছে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭

৭। যঃ মম এতাং (যিনি আমার এই) বিভূতিং (সর্ব্বব্যাপী সত্তা) যোগং চ (এবং আমার এই যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ অবিকম্পেন যোগেন (তিনি নিশ্চল যোগের দ্বারা) যুজ্যতে (আমার সহিত যুক্ত হন); অত্র ন সংশয়ঃ (ইহাতে কোন সন্দেহ নাই)।

মুক্ত পুরুষ সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন থাকিবেন, ইহা গীতার শিক্ষা নহে। ভগবান বিশ্বের অতীত হইয়াও বিশ্বের সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; নিজের প্রকৃতির পরিণতিরূপে সকলকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন—ইহাই ভগবানের ঐশ্বর যোগ। এই যোগের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি জানেন, তাঁহার প্রাণ মনের সকল চাঞ্চল্য ও সংশয় দূর হয়, তিনি সর্ব্বদা নিজেকে ভগবানের সহিত যুক্ত রাখেন, কোন অবস্থায়, কোন বিশ্বকর্ম্মের মধ্যেই তিনি আর ভগবানের সহিত এই নিবিড় মিলন হইতে স্খলিত হন না।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮

৮। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ (আমিই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি-হেতু) [এবং] মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সমস্ত) প্রবর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া ও গতির বিকাশে

অগ্রসর হয়); ইতি মত্বা (ইহা উপলব্ধি করিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (গভীর হৃদয়াবেগের সহিত) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

ভগবান কোন স্বপ্ন বা মায়া বা শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, তিনি নিজের মধ্য হইতেই সব কিছু সৃষ্টি করেন, নিজেই সব হন। সমস্ত বস্তুই তাঁহার সত্তা হইতে আসিয়াছে, তাঁহারই মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। ভগবান সম্বন্ধে এই সমগ্র জ্ঞান প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, পরে তাহা হৃদয়ের অধ্যাত্ম অনুভূতিতে, ভাবে, পরিণত হয়। হৃদয় মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতেই সমগ্র প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর আরম্ভ হয়।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯

৯। মচ্চিত্তাঃ (মচ্চিত্ত অর্থাৎ তাহাদের চৈতন্য আমাতে পূর্ণ হয়, আমিই তাহাদের চেতনার একমাত্র বিষয় বস্তু হই) মদ্গতপ্রাণাঃ (মদ্গতপ্রাণ অর্থাৎ তাহাদের প্রাণ সম্পূর্ণভাবে আমাতেই সমর্পিত হয়) পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (পরস্পরকে বুঝাইয়া) মাং কথয়ন্তঃ চ (পরস্পরের সহিত আমার কথা কহিয়া) নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (নিত্য তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন)।

ভগবানকে বিশ্বের ঊর্দ্ধে এবং বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিয়া তাঁহার মহিমা ও সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতায় তাঁহারা এমন গভীর প্রীতি অনুভব করেন যে সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যায়, প্রাণ, মন, হৃদয় এক

দিব্য আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, জীবনের সমস্ত ব্যাপার ভগবানের সহিত একান্ত প্রেমলীলায় পরিণত হয়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

১০-১১। সততযুক্তানাং (এইরূপে আমার সহিত নিত্যযুক্ত) প্রীতিপূর্ব্বকম্ (গভীর প্রেমানন্দের সহিত) ভজতাং (আমার ভজনাকারী) তেষাং (তাঁহাদিগকে) তং বুদ্ধিযোগং (সেই বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি), যেন (যাহার দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাং উপযান্তি (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)। তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব (তাঁহাদের প্রতি কৃপাবশতঃই) অহং (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাঁহাদের আত্মায় অধিষ্ঠিত হইয়া) ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন (সমুজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজনিত) তমঃ (অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)।

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, মানুষ যখন নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে এবং তাঁহাতেই হৃদয়ের আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করে, প্রীতিপূর্ব্বকম্, ভগবান সেই অপূর্ণ অবস্থাতেই মানুষের অন্তরের সেই ভক্তি-ভাবকে পূর্ণ বুদ্ধিযোগের দ্বারা দৃঢ় করিয়া দেন, জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া ইন্দ্রিয়বিমূঢ় মনের সমস্ত সংশয় অন্ধকার দূর করিয়া দেন, তাহার আত্মার মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে যে বুদ্ধিযোগ তাহা দ্বারা